পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ৮ম ও ৯ম সংখ্যা

১৫ই ভাদ্র ১৩৮৪ বাংলা : ৩১শে আগষ্ট ১৯৭৭ ইং : ১৪ই রমজান ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

ঈদুল ফিতর সংখ্যা

সূচীপত্র

পাক্ষিক	৩১শে আগষ্ট	৩১শ বর্ষ
আহ্‌মদী	১৯৭৭ ইং	৮ম ও ৯ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
o তফসীরুল-কুরআন : সূরা কওসার—(৭)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ	১
o হাদিস শরীফ : 'ইসলাম ও ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৮
o অমৃতবাণী : 'এবাদতের মূল্য ও মর্যাদা	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, (সদর মুরুব্বি)	১০
o সেলসেলা আহ্‌মদীয়ার তথা প্রকৃত ইসলামের উন্নতি সম্পর্কে ইলহামাত	হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মদ,	১২
o রসুলুল্লাহ্‌র দরবারে খৃষ্টান প্রতিনিধি দল ও ওফাতে ঈসা	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১৫
o জুমার খোৎবা : 'লাইলাতুল কদর'	সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,	১৬
o ঈদুল ফিতরের খোৎবা	সৈয়্যদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ (সদর মুরুব্বী	২২
o হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	২৭
o খোদ্দাম ও আতফালের পাতা (৭)	বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া	২৯
o লাজনা এমাউল্লাহ	আফাতুন নূর বুশরা	৩৩
o সুমতি হউক	মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ, সদর মুরুব্বী (রাবওয়া)	৩৭
o সংবাদ	সংগ্রহ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৩৮
o তালিমী পরীক্ষার ফল		৪০
o হুজুরের ঈমানবর্ধক পত্র		৪৪

বিশেষ জ্ঞাতব্য

পাক্ষিক আহ্‌মদীর ৯ম সংখ্যা যেহেতু ঈদের ছুটীর মধ্যে পড়িতেছে, সেজন্য ৮ম ও ৯ম সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করা গেল। 'আহ্‌মদী'র আগামী সংখ্যা ইনশাআল্লাহ্, সেপ্টেম্বরের শেষে বাহির হইবে। আমরা সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট অগ্রীম 'ঈদ মোবারক' পেশ করিতেছি। —সম্পাদক

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم　　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ৮ম ও ৯ম সংখ্যা

১৪ই ভাদ্র ১৩৮৪ বাং : ৩১শে আগষ্ট ১৯৭৭ ইং : ৩১শে তবুক, ১৩৫৬ হিজরী শামসী

'তফসীরে কবীর'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সুরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) ।—মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা উপরে যে সকল মোজেযা ও কেরামত সমূহের আলোচনার দ্বারা হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিলাম, উহা ব্যতিরেকে মোকাবেলার আর এক মাধ্যম রহিয়াছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোওয়া।

সুরা বকরের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এক দোওয়ার উল্লেখ আছে, যাহাতে তিনি বনি ইসমাইলের মধ্যে প্রতিশ্রুত নবীর আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উহা নিম্নরূপ—

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة
ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ○

"হে আমার রব! তুমি তাহাদের মধ্যে আপন এক রসুল প্রেরণ কর, যে তাহাদের মধ্যে তোমার আয়াত পাঠ করিবে, তাহাদিগকে কেতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগের আত্ম-শুদ্ধি করিবে, তুমি প্রবল পরাক্রান্ত এবং প্রজ্ঞাময়। (সুরা বকর—১৫শ রুকু)

এই দোওয়ার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে নবীগণের কর্তব্য এবং বিশেষ কার্যাবলীর উল্লেখ আছে। সুরা কওসরে এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাবের

দ্বারা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর দোওয়া শুধু পূর্ণ হয় নাই বরং তিনি নবুওতের সর্বপ্রকার গুণাবলীর চরম কামাল বা কওসার হাসিল করিয়াছিলেন। এই সুরায় বলা হইয়াছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) কেবল আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করেন নাই, শুধু কেতাব এবং হিকমত শিক্ষা দেন নাই এবং কেবল জনগণের আত্ম-শুদ্ধি করার কাজ করেন নাই, বরং আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে এই চারিটি বিষয়ে কওসর দান করিয়াছিলেন এবং এই ভাবে তাঁহাকে পূর্ববর্তী সকল নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

কুরআন করীমের কোনো কোনো আয়াত অপর কোনো কোনো আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য চাবীর কাজ করিয়া থাকে। যেমন بسم الله الرحمن الرحيم "বিসমিল্লাহের রহমানের রহীম" আয়াত সকল সুরার জন্য এক মাষ্টার চাবী. তেমনি প্রত্যেক সুরায় এক এক আয়াত আছে, যাহা ঐ সুরার মর্ম বুঝিবার জন্য চাবী স্বরূপ। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি একদা যৌবনকালে বন্ধুগণের দ্বারা কুরআন পড়াইতে আহুত হইলে, তিনি সুরা বকর পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। যখন তিনি উপরে বর্ণিত ربنا و ابعث فيهم আয়াতে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার মনে এই কথা উদিত হইল যে, এই আয়াতই সুরা বকরের চাবী। তখন তিনি এই আয়াতের মজমুনকে সারা সুরার সঙ্গে মিলাইয়া উপলব্ধি করিলেন যে, প্রকৃতই সমস্ত সুরাটি এই আয়াতকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে।

সুরা কওসারের তফসীর করিতে উহার বর্তমান পর্যায়ে আসিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সুরা কওসার সুরা বকরের উপরিল্লিখিত ইব্রাহীমী দোওয়ার জবাব। এই সুরায় আল্লাহ্‌তায়ালা এই মজমুন বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলেন, উহা কেবল পূর্ণ হয় নাই, বরং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তিনি সকল গুণে কওসার দান করিয়াছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোওয়া করিয়াছিলেন, "হে আমার রব। আমি তোমার নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, তুমি মক্কাবাসীদের মধ্যে এমন এক নবী ও রসুলের আবির্ভাব কর, যে তাহাদের মধ্য হইতে হইবে, তাহাদিগের বাহির হইতে নহে।" এই আয়াতের মধ্যে رسولا "এক রসুলের" উল্লেখ ভবিষ্যৎ যুগের দিকে নির্দেশ করিতেছিল। কারণ দোওয়া-প্রার্থী ছিলেন দুইজন রসুল, যথা, হযরত

ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাইল (আঃ)। তাঁহাদের নিজেদের দুইজনের মধ্যে এক জনেরও কথা না বলিয়া মক্কাবাসীগণের মধ্যে একজনের কথা বলায়, ভবিষ্যতে কোন এক খাস রসুল প্রেরণের কথা বলা হইয়াছে। এই দোওয়ার মধ্যে منهم رسولا "তাহাদিগের মধ্যে নবীগণের" কথা বলা হয় নাই যে, বনি ইসরাইল বংশের ন্যায় মক্কাবাসীগণের মধ্যেও অবিরাম ধারায় পর পর নবীগণের কামনা করা হইয়াছে। পরন্তু رسولا منهم "তাহাদিগের মধ্যে এক সম্মানিত রসুলের" কামনা করা হইয়াছে। এখানে رسول "রসুল" শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া সম্মান-সূচক رسولا "রসুলান" "এক সম্মানিত রসুলের" যাচনা করা হইয়াছে। বনি ইসহাকের জন্য পৃথক কল্যাণ চাওয়া হইয়াছিল। সুতরাং এই সম্মানিত রসুলকে তাহাদিগের বংশে চাওয়া হয় নাই। বরং হযরত ইসমাইলের বংশে ভবিষ্যৎ মক্কাবাসীদিগের মধ্যে চাওয়া হইয়াছে। তাঁহার কাজ হইবে (১) يتلوا عليهم اياتك "সে তাহাদিগকে তোমার আয়াত পড়িয়া শুনাইবে।" (২) و يعلمهم الكتاب "এবং সে তাহাদিগকে এক কামেল কেতাব শিখাইবে।" (৩) و الحكمة "এবং আদেশাবলীর প্রয়োজন ও দর্শন শিক্ষা দিবে।" এবং (৪) و يزكيهم "এবং সে তাহাদিগের হৃদয় সমূহকে পবিত্র করিবে এবং পার্থিব উন্নতির পথ প্রদর্শন করিবে।" انك انت العزيز الحكيم "তুমি নিশ্চয় প্রবল পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়। অতএব হে খোদা! উপরুক্ত চারি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সম্মানিত রসুলের আবির্ভাব করা তোমার জন্য বিন্দুমাত্র কঠিন নহে।" এখানে عزيز "প্রবল পরাক্রান্ত" শব্দটির মধ্যে উদ্দীষ্ট রসুলের জন্য উদ্দীষ্ট গুণাবলীতে সকল নবীর উপর প্রাবল্য ও প্রাধান্য দানের কামনা করা হইয়াছে। সুরা কওসারে তাহার পূর্ণতার তসদীক করা হইয়াছে।

উপরে আলোচিত দোওয়া সুরা বকরের ১৫শ রুকুতে অবস্থিত। ইহার ১৮শ রুকুতে নিম্নলিখিত আয়াত রহিয়াছে।

كما ارسلنا فيكم رسولا منهم يتلوا عليكم اياتنا و يزكيهم و يعلمكم الكتاب و الحكمة و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ٥

অর্থাৎ "আমরা তোমাদিগের নিকট সেই রসুলকে পাঠাইয়াছি, যাহার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোওয়া করিয়াছিল। চারিটি কার্য সাধন উদ্দেশ্যে।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোওয়ার মধ্যে বলা হইয়াছিল, "তোমার আয়াত তাহাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইবে," "তাহাদিগকে পবিত্র করিবে," "তাহাদিগকে কেতাব শিক্ষা দিবে" এবং "তাহাদিগকে হিকমত

শিক্ষা দিবে"। ঐ দোওয়ার পূর্ণতায় এখানে মক্কাবাসীদিগকে তথা জগদ্বাসীকে বলা হইয়াছে, "(মোহাম্মাদ সাঃ) তোমাদিগকে আমার আয়াত পড়িয়া শুনাইতেছে, তোমাদিগকে পবিত্র করিতেছে, তোমাদিগকে কেতাব শিক্ষা দিতেছে এবং তোমাদিগকে হিকমত শিক্ষা দিতেছে।" সুতরাং এই আয়াতের মজমুন দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা জানাইয়াছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে দোওয়া করিয়াছিলেন, উহা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর দাবী সমুহের ও কার্যাবলীর মাধ্যমে হুবহু পূর্ণ করা হয়াছে। দোওয়ার চারিটি বিষয়বস্তু হইল: (১) আয়াত পাঠ (২) কেতাব শিক্ষা দান (৩) হিকমত শিক্ষাদান ও (৪) আত্ম-শুদ্ধি। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এই চারিটি কার্য সম্পাদন করা নির্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু সকল নবীর আগমনের উদ্দেশ্যও এই চারিটি কাজের সম্পাদনা। সুতরাং আঁ-হযরত (সাঃ)-এরও এই চারিটি উদ্দেশ্য পুর্ণ করার দ্বারা তাঁহার কওসার লাভ প্রমাণিত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি প্রতিটি কাজে সকলের উপর এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন, যাহার নযীর কোন নবীর জীবনে পাওয়া যায় না। সুতরাং সুরা কওসারে আল্লাহ্তায়ালা ইহাই ঘোষণা করিতেছেন যে, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলেন, উহা তিনি কেবল পূর্ণই করেন নাই, বরং তিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ওয়াদা অপেক্ষা বেশী দিয়াছেন এবং এত বেশী দিয়াছেন যে উহার নযীর কোন নবীর মধ্যে পাওয়া যাইবে না। বস্তুতঃ কুরআন শরীফের গোড়ায় সুরা বকরের ১৫শ রুকুতে যে দোওয়ার উল্লেখ আছে, যেহেতু তদনুযায়ী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই জন্য কুরআন করীমের শেষ পর্যায়ে সুরা কওসারে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে স্মরণ করানো হইয়াছে, "হে মোহাম্মাদ (সাঃ)! হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে দোওয়া করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী কি উহা তোমার মধ্যে পূর্ণ করা হয় নাই এবং তোমাকে এরূপ আকারে ও পরিমাণে আশিস দেওয়া হয় নাই, যেরূপ আর কাহাকেও প্রদান করা হয় নাই?'

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোওয়া এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ দোওয়া, যাহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাবের ভিত্তিস্বরূপ। সেই জন্য কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রঙে ইহার পূর্ণতার সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। সুরা এমরানের ১৭শ রুকু ১৬৫ আয়াত, সুরা জুমার ১ম রুকু ৩য় আয়াত, সুরা নেসায় ৮ম রুকু ৫২ ও ৫৫ আয়াত, সুরা নেসার

১৭শ রুকু ১১৪ আয়াত, সুরা আহযাবের ৪র্থ রুকু ৩৫ আয়াত, সুরা লুকমান ১ম রুকু ৩য় আয়াত, সুরা এমরান ৬ষ্ঠ রুকু ৫৯ আয়াত, সুরা ইউনুস ১ম রুকু ২য় আয়াত এবং সুরা ইয়াসিন ১ম রুকু ৩য় আয়াত দ্রষ্টব্য। উপরুক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ্তায়ালা জানাইয়াছেন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল চারিটি এবং ধারাবাহিকভাবে কুরআন মজিদে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, সকল নবীর আগমনের উদ্দেশ্যও ঐ চারিটি কাজের সম্পাদনা। এখন দেখার বিষয় এই যে, চারিটি বিষয়ে আঁ-হযরত (সাঃ) কওসার লাভ করিয়াছেন কি না?

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ আয়াতে اٰيٰتٌ "আয়াত সমূহ" বলিতে (১) ঐ সকল যুক্তিপূর্ণ বিষয়কে বুঝায়, যাহা খোদাতায়ালার গুণের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং ঐ সকল মোজেযা ও নিদর্শন সমূহকেও বুঝায় যাহা খোদাতায়ালা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

দীন সম্বন্ধে মা'রফত অর্থাৎ তত্বজ্ঞান লাভ করিতে নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহের জ্ঞান থাকা দরকার।

১। **আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ ঃ**

যেহেতু ধর্মের বুনিয়াদ হইল আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব, সুতরাং প্রত্যেক ধর্মের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ দেওয়া, যদ্বারা মানুষের একীন বৃদ্ধি লাভ করে, অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা আছেন কি না এবং থাকিলে তাহার প্রমাণ কি, এ সম্বন্ধে সন্তোষজনক জ্ঞান লাভ হয়।

(২) তাঁহার গুণাবলীর বিশদ বিবরণ এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি। কেবল ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে না যে, তিনি বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী। বরং ইহাও বলিতে হইবে যে, তিনি কি কি গুণের অধিকারী এবং তাহার প্রমাণ কি? ধর্মের জন্য ইহাও প্রয়োজন যে উহা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপরও আলোকপাত করে। যথা (ক) ফেরেস্তা সমূহ, (খ) নবীগণ, (গ) কাজা ও কদর অর্থাৎ ভাগ্য এবং কর্মে স্বাধীনতা এবং (ঘ) পরকাল।

যদি উপরে বর্ণিত আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীকে একটি বিষয় ধরা হয়, তাহা হইলে পাঁচটি বিষয় হয় এবং যদি গুণাবলীর দুইটি অংশকে— যথা (১) যুক্তিপূর্ণ বিষয় এবং (২) প্রকাশ্য মোজেযা বা নিদর্শনকে পৃথক পৃথক বিষয় ধরা হয়, তাহা হইলে প্রতিপাদ্য বিষয় হয় ছয়টি যাহা হউক, এই সকল জরুরী বিষয় সম্বন্ধে ইসলামের মধ্যে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, উহা অপর কোন ধর্মে নাই। এই বৈশিষ্ট্য ইসলামকে সকল ধর্মের উপর ফযিলত দিয়াছে।

১। আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব

সর্ব প্রথম বিষয় হইল আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব। যেহেতু ইহা ধর্মের বুনিয়াদী বিষয়. সুতরাং সকল ঐশীগ্রন্থে আল্লাহ্তায়ালার উল্লেখ আছে। ইহা না থাকিলে, কোন ধর্ম, ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তওরাত, বাইবেল, যিন্দাবেস্তা ও বেদ ইত্যাদি কেতাবকে আমরা এই জন্য ঐশীগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করি যে, উহাদের মধ্যে আল্লাহ্র নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু দেখার বিষয় এই যে, ঐ সকল গ্রন্থ কি আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ দিয়াছে। ইহা না হইলে কেবল আল্লাহ্তায়ালার নামের উল্লেখ দ্বারা মানুষের মনে একীন জন্মিতে পারে না যে, সত্য সত্যই তিনি আছেন। আল্লাহ্-তায়ালার গুণাবলী বিবিধ। সুতরাং সকল গুণ সম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়া জরুরী এবং প্রমাণ স্বয়ং ঐশী গ্রন্থকে দিতে হইবে। কিন্তু ঘটনা এই যে, আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ একমাত্র কুরআন মজিদ দিয়াছে। অপর কোন কেতাবে প্রমাণ নাই।

একজন হিন্দু বা একজন খৃষ্টানকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, সেও আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারে এবং হয়ত সে কিছু কিছু প্রমাণ দিবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ঐ প্রমাণগুলি কি তাহার ধর্মগ্রন্থে আছে? সে উত্তর দিতে বাধ্য হইবে যে, তাহার প্রদত্ত প্রমাণগুলি তাহার ধর্মগ্রন্থে নাই, বরং সে নিজের পক্ষ হইতে প্রমাণ পেশ করিয়াছে। ইহার দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ সকল কেতাবের অনুগামীগণ কেতাব মূলে প্রমাণের দ্বারা না খোদাতায়ালাকে কওসার দিয়াছে. অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করিয়াছে এবং না খোদাতায়ালা তাহাদিগকে প্রমাণ ও নিদর্শনে অভিভূত করিয়া কওসার দিয়াছেন। কিন্তু কুরআন করীমের বিশেষত্ব এই যে, উহা যখনই কোন কথা পেশ করে, তখন উহার সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রমাণও দেয়। কুরআন করীম ও অপরাপর কেতাবের মধ্যে ইহা এক বড় পার্থক্য। কুরআন করীম শুধু এই কথা বলিয়া, ক্ষান্ত হয় নাই যে, আল্লাহ্তায়ালা আছেন, বরং উহা এমন প্রমাণও পেশ করিয়াছে, যাহা যুক্তিসম্পন্ন কোন মানুষ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু অপরাপর গ্রন্থে আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী রহিয়াছে। শুধু ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে না যে, আল্লাহ্ তায়ালা রহিম অর্থাৎ কৃপালু বা দয়ালু। এতদ্বারা তাঁহার অস্তিত্বের সহি নকশা অঙ্কিত হয় না। ইহা পার্থিব চিন্তা ধারার ফলশ্রুতি। কোন মানুষের মধ্যে কোন সদগুণ দেখিলে

লোকে আল্লাহ্‌তায়ালাকেও সেই গুণে গুণান্বিত মনে করে। প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহার গুণাবলীর সঠিক বিবরণ এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকা চাই। তৌরাতে বর্ণিত আছে যে, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন তিনি শাস্তি দিবেন। কিন্তু উহাতে তাঁহার শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয় নাই। এ বিষয়ে তৌরাত নীরব। পক্ষান্তরে খোদা তায়ালা যদি শাস্তিদাতা হন, তাহা হইলে তিনি দয়ালু কিভাবে হইবেন এবং তিনি যদি দয়ালু হন, তাহা হইলে তিনি কি ভাবে শাস্তি দেন। আমরা পূর্ব আলোচনা করিয়াছি যে, কুরআন করীম শাস্তি বা ক্ষমার উদ্দেশ্য মানুষের সংশোধনকে নির্দেশ করিয়াছে। যতটুকু শাস্তি বা যে পরিমাণ ক্ষমা অপরাধীর সংশোধন সাধন করে ততটুকু বিধেয়। এইরূপ পরস্পর বিপরীত গুণাবলীর মধ্যে সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্যের কোন উদ্দেশ্য তওরাতে পাওয়া যায় না। পবিত্র কুরআন একমাত্র ঐশী গ্রন্থ, যাহা আমাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার বিবিধ গুণাবলীর বিশদ জ্ঞান এবং গুণাবলীর মধ্যে পরস্পর সুসামঞ্জস্য শিক্ষা দিয়াছে এবং তাঁহার অস্তিত্বের একটা প্রমাণ সরবরাহ করিয়াছে। দুনিয়ার কোন ধর্মাবলম্বী তাহার কেতাব হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বে একটি মাত্র দলীলও দিতে পারিবে না। যদি কেহ কোন প্রমাণ দেয়, তবে উহা তাঁহার নিজ বুদ্ধি প্রসূত হইবে, তাহার ধর্মগ্রন্থ হইতে নহে। এরূপ প্রমাণ দ্বারা তাহার উপর তাহার ধর্মগ্রন্থ বা আল্লাহ্‌তায়ালার এহসান সাব্যস্ত হইবে না, বরং আল্লাহ্‌তায়ালার উপর তাহার এহসান সাব্যস্ত হইবে।

[আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর প্রণীত পুস্তক তাস্তিয়ে বারীতায়ালা পুস্তক দ্রষ্টব্য]।

(২) ফেরেস্তা

অপরাপর ধর্মগ্রন্থেও ফেরেস্তার উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাদের কি কাজ, তাহাদিগের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তাহাদিগের সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার এবং বান্দাগণের কি সম্বন্ধ ইত্যাদি প্রশ্নরাজির উপর কোন ধর্ম পুস্তক আলোক-পাত করে নাই। কিন্তু কুরআন করীম এমন এক কেতাব, যাহা ফেরেস্তাগণের উপর কেবল ঈমান আনার হেদায়েত দেয় না বরং তাহাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও কর্তব্য বর্ণনা করিয়াছে। খোদাতায়ালা সব কাজ স্বয়ং করিতে পারিতেন। কিন্তু তৎপরিবর্তে তিনি কেন ফেরেস্তাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ, তাহাদের কার্যাবলী, তাহাদের সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার সম্বন্ধ এবং বান্দার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে। মোট কথা, মালায়েকাতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার ফেরেস্তাগণের সম্বন্ধে সকল প্রশ্নের সমাধান একমাত্র কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে। [হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর প্রণীত মালায়কাতুল্লাহ পুস্তক দ্রষ্টব্য।]

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২১। ইস্‌লাম ও ইহার প্রধান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (আরকান)।

১১২। হযরত উমর বিন্‌ খাত্তাব (রাযিঃ) বলেনঃ এক বার আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পার্শ্বে বসা ছিলাম ; ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসিল। তাহার কাপড় খুব উজ্জ্বল ও শুভ্র ছিল চুল ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের ছিল। তাহার মধ্যে সফরের কোন লক্ষণ দেখা যাইতে ছিল না। সেই ব্যক্তি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয় সাল্লামের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। তাহার হাঁটু আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাঁটুর সঙ্গে মিলানো ছিল এবং হাত হাটুর উপর রাখা ছিল। অর্থাৎ, আদবের সঙ্গে বসিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিলঃ মুহাম্মাদ (সাঃ)! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে কিছু বলুন। ইহাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেনঃ "ইসলাম এই যে, তুমি এই সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহতায়ালা ছাড়া অন্য কোন 'মাবুদ' (উপাস্য ও আরাধ্য) নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাতায়ালার রসুল ! এবং তুমি নামায পড়িবে, যাকাত দিবে রমযানের রোজা রাখিবে এবং যদি সফর করিবার ক্ষমতা থাকে তবে বয়েতুল্লাহ্‌র হজ্ব করিবে।" ইহাতে ঐ ব্যক্তি বলিল, "আপনি সম্পূর্ণ সত্য বলিতেছেন।" আমাদের আশ্চর্য বোধ হইল যে, সে নিজেই প্রশ্ন করে) এবং সে নিজেই আবার তস্‌দিক (বা সত্যায়ন করে। অতঃপর, সে বলিল, "ইমান সম্বন্ধ কিছু বলুন" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেনঃ "ইমান এই যে, তুমি আল্লাহতায়ালাকে এক বলিয়া মানিবে, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার কেতাব সমূহ এবং রসুলগণ, পরকাল এবং ভাল ও মন্দ তকদীর বিষয়ে একীন (বা দৃঢ় প্রত্যয়) রাখিবে।" ইহাতে সে বলিল, "আপনি ঠিক বলিতেছেন।" অতঃপর, সে বলিল "ইহসান সম্বন্ধে কিছু বলুন।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেনঃ 'ইহসান এই যে, আল্লাহতায়ালার ইবাদত এরূপে করিবে, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ এবং যদি এই পর্যায়ে পৌঁছিয়া না থাক, তবে অন্ততঃ এইটুকু ধারণা ও চেতনা থাকা চাই যে, আল্লাহতায়ালা তোমাকে দেখিতেছেন।" অতঃপর, সে বলিলঃ

'আমাকে কিয়ামত মুহূর্ত সম্বন্ধে কিছু বলুন'। তিনি (সাঃ) বলিলেন: 'যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তিনি জিজ্ঞাসক অপেক্ষা অধিক এ সম্বন্ধে জানেন না। অর্থাৎ, আমিও সেই মুহূর্ত সম্বন্ধে তেমনি অজ্ঞ, যেমন আপনিও জানেন না'। ইহাতে সে বলিল: 'তবে, আমাকে ইহার কোনো কোনো আলামতই বলুন'। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'কিয়ামতের লক্ষণ বলার মধ্যে একটি এই যে, দাসী তাহার প্রভু প্রসব করিবে এবং তুমি নগ্ন পা, নগ্ন দেহ, ক্ষুধার দায়ে নিপীড়িত মেশপালক রাখালদিগকে দেখিবে বড় বড় উঁচু সৌধ তৈরী করিতেছে। অর্থাৎ, আজ যাহারা অজ্ঞ ও মূর্খ, তাহারা ঐ সময়ে মহা-ধনী হইয়া পড়িবে এবং প্রাসাদে বাস করিবে'। এই প্রশ্ন ও উত্তরের পর সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমি বিস্ময়াবিষ্ট রহিলাম। তখন আঁ-হযরত সাল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: "উমর, জানেন কি, এই জিজ্ঞাসক কে ছিল?" আমি বলিলাম: আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল ভাল জানেন'। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'ইনি ছিলেন জিব্রাঈল, যিনি তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম শিখানোর জন্য আসিয়াছিলেন।"

[মুস্‌লিম, কেতাবুল্ ঈমান, ১ : ১৮ পৃঃ]

১১৩। হযরত তালহা বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) বলেন যে এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আসিল। তাহার চুল এলো-মেলো ছিল। তাহার স্বর আমাদের নিকট বাস, ভম ভমই শোনাইতেছিল। সে যাহা বলিতেছিল, তাহার গ্রাম্য ভাষার কারণে আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। সে আঁ-হযরতে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটে পৌঁছার পর বুঝিতে পারিলাম যে, সে ঈস্‌লাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তিনি সাঃ) ফরমাইলেন: 'দিন রাত পাঁচ নামায পড়িবে'। ইহাতে সে বলিল: 'এই ছাড়াও কি কোন ফরয নামায আছে'? তিনি (সাঃ) বলিলেন: 'না, যদি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত পড়িতে চাও, তবে নফল পড়িতে পার'। অতঃপর, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: 'রমযান মাসে রোযা রাখিবে'। ইহাতে জিজ্ঞাসা করিল: 'এই বাদেও কি কোন ফরয রোযা আছে'? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন 'না। তবে, স্বেচ্ছকৃত, নফল রোযা রাখিতে পার'। এইরূপে, আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'যাকাতের' কথও বলিলেন। ইহাতে সে প্রশ্ন করিল: 'এই ছাড়াও কি আমার উপর কোন যাকাত আছে'? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন, "নাই। তবে, যদি সওয়াবের জন্য 'নফল রূপে সাদ্‌কা' দিতে চাও, দিতে পার'। এই কথা শোনিয়া সেই ব্যক্তি এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল যে, "খোদার কসম, ইহা অপেক্ষা বেশীও দিব না কমও দিব না। হুজুর যতটুকু বলিয়াছেন, বাস্ ঐ পর্যন্তই থাকিব।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "যদি সে সত্যই বলিতেছে, তবে জানিবে যে, সে সফলকাম হইয়াছে"

['মুস্‌লিম, কেতাবুল্ ঈমান,] (ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুন সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ :)— এ, এইচ এম, আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা শুণ্য এবাদত কোন মূল্য ও মর্যাদার যোগ্য নয়।

এবাদত তখনই বরকতপূর্ণ ও কল্যাণজনক হয়, যখন মানুষের দেল ও জবান উভয়ের মধ্যে মিলন ও সুসামঞ্জস ঘটে।

"হযরত সৈয়দ অব্দুল কাদের জিলানী রাযিআল্লাহুতায়ালা আনহু উচ্চপর্যায়ের মুখলেস এবং শান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক লোকগণ কি নামাজ-রোযা পালন করিতেন না? তথাপি সকলের উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযিলত কেন সাব্যস্ত হইল? তাহা এজন্যই যে, অন্যান্যদের মধ্যে সেই বিশেষত্বটি ছিল না যাহা তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। উহা এক 'রুহ্'; কাহারও মধ্যে যখন উহার উন্মেষ ঘটে, তখন সেই পর্যায়ের ব্যক্তিকে আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় মনোনীতগণের মধ্যে শামিল করিয়া নেন। পক্ষান্তরে এমনও লোক আছে যে তাহার নামায ও রোযার অবস্থাতে 'রেয়াকারী' (লোক দেখানো স্বভাব) এবং বানোয়াটের দ্বারা নিজ জীবনকে এরূপ অভিশপ্ত করিয়া ফেলে, যাহা আল্লাহ্তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে মুখের চাতুরতা এবং যুক্তিতর্ক বাড়িয়া যায়। খোদাতায়ালা বাগাড়ম্বর এবং মৌখিক আস্ফালন পছন্দ করেন না। বরং তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। আল্লাহ্তায়ালার নিকট সেই নামায, রোযা, যাকাত ও সদকা কোনই মূল্য ও মর্যদার যোগ্য নয়, যেগুলিতে এখলাস ও নিষ্ঠা বিদ্যমান নাই, বরং ঐ সকল এবাদত লা'নত ও অভিশাপস্বরূপ হইয়া পড়ে। এবাদত তখনই বরকতপূর্ণ ও কল্যাণজনক সাব্যস্ত হয়, যখন মানুষের দেল ও জবান উভয়ের মধ্যে মিলন ও সুসামঞ্জস ঘটে।

উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবে, আল্লাহ্তায়ালাকে কেহই ধোকা দিতে পারে না। তিনি মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গোপন বিষয় সম্বন্ধেও ওয়াকেফহাল। মানুষের জ্ঞান ও দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, সেজন্য সে ধোকা খাইতে পারে।··· ···· ···

অনেক সরল প্রকৃতির ব্যাক্তি যাহারা এই সেলসেলা (আহ্‌মদীয়া) সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচয় রাখেন না তাঁহারা প্রতারিত হন এবং মিথ্যার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া বসেন। সুতরাং খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ বর্ষিত হইলেই মানুষ রুহানী পর্যায়ে খাঁটী পদার্থ (যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যাক্তিকে) সনাক্ত করিতে সক্ষম হয়। খুব অল্প লোকই আছেন যাহারা সেই খাঁটী ও যোগ্য পদার্থ সনাক্ত করিতে পারেন। মোট কথা, আমার বলার উদ্দেশ্য, শুধু পাপ হইতে আত্মরক্ষা করা কোন কামালিয়ত বা পূর্ণত্ব নয় বরং আমাদের জামাতের উচিত, তাঁহারা যেন ঐ পর্যায়েই ক্ষান্ত না হন, বরং (পাপ হইতে আত্মরক্ষা করা এবং নেকী ও পুন্যে অগ্রগামী হওয়া) উভয় গুণেই কামালিয়ত লাভে সচেষ্ট ও যত্নবান হন।" (মলফুজাত, ৮ম খণ্ড পৃঃ ৩৮৪-৩৮৬)

অনুবাদ :—আহমদ সাদেক মাহমুদ

"অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্মশুদ্ধির জন্য আবশ্যক। ইহাতে দিব্য-দর্শন শক্তি (কাশফী-তাকত) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহন করিয়া বাঁচে না। যে অনন্তজীবনের প্রতি লক্ষ্য করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের উপর "ঐশী-কোপ" (কহরে-ইলাহী) আনয়ন করে। কিন্তু রোযাদারের লক্ষ্য থাকিতে হইবে যে, রোযার অর্থ শুধু এই নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকে, বরং খোদার যিক্‌র অর্থাৎ তাঁহাকে স্মরণ করাতে মশগুল থাকা উচিৎ। আঁ-হযরত (সাঃ) রমযান-শরীফে অনেক বেশী ইবাদত করিতেন। এই দিনগুলিতে পানাহারের চিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি মনোনিবেশ (তাবাওল ইল'ল্লাহ্‌) করা চাই। দুর্ভাগ্য ঐ ব্যক্তির যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহন করে কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য পরওয়া করে না। দৈহিক খাদ্য দ্বারা শক্তি লাভ হয়, একই ভাবে আধ্যাত্মিক খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং তদ্বারা আত্মার শক্তিগুলি সতেজ হয়। খোদার নিকট সাফল্য চাও। কারণ তিনি সামর্থ দিলেই সকল দরওয়াজা উন্মুক্ত হইয়া যায়।"

(আল-হাকাম, ১১শ খণ্ড, ১৭ই জানুয়ারী ১৯০৭ইং)

সেলসেলা আহমদীয়া তথা প্রকৃত ইসলামের উন্নতি সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)—এর কতিপয় ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

"আল্লাহ্‌র রসুল, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মৃত্যু বরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার রূপে ও রঙে ওয়াদা অনুযায়ী তুমি আসিয়াছ। এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূর্ণ হইবারই ছিল। আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং তুমি উজ্জল সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তুমি সঠিক পথে আছ এবং সত্যের সহায়ক।" (তাযকেরা, পৃঃ ১৮৩, সন : ১৮৯১ইং)

"আমাদের ইচ্ছা যে, কতিপয় নিদর্শন ও গোপন রহস্য আসমান হইতে তোমার উপরে নাযেল করি এবং শত্রুদিগকে চুর্ণ বিচূর্ণ করি এবং ফেরাউন ও হামান এবং তাহাদের লসকরদিগকে সেই সকল বিষয় দেখাইয়া দিই যাহা তাহারা ভয় করে।"

(তাযকেরা, পৃঃ ১৮৭ সন ; ১৮৭১ ইং)

"আমাকে জানান হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি মুসলমানকে কাফের বলে এবং তাহাকে কেবলা মুখী, কলেমা পাঠকারী এবং ইসলামের সকল আকায়েদে বিশ্বাসী পাইয়াও কাফের বলিতে নিবৃত্ত হয় না, সে স্বয়ং ইসলামের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া যায়। সুতরাং যাহারা অন্যকে কাফের বলে তাহাদের নেতা এবং মুফতী, মৌলবী এবং মুহাদ্দেশ বলিয়া আখ্যায়িত হয় এবং তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি আছে, তাহাদের সহিত মুবাহেলা করার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। অর্থাৎ প্রথমে একটি মজলিসে একটি বিস্তারিত বক্তৃতার মাধ্যমে তাহাদিগকে আমার যুক্তিপূর্ণ দলিল সমুহ যেন বুঝাই, তারপর সেই মজলিসে তাঁহাদের সমস্ত আপত্তি ও সন্দেহ খণ্ডন করি, যাহা তাহাদের মনে তোলপাড় করিতেছে। ইহার পরও যদি তাহারা কাফের বলিতে বিরত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে মুবাহেলা করি।"

(আইনায়ে-কামালাতে ইসলাম পৃঃ ২৫৬-২৫৭, সন ১৮৯২ ইং)

মুবাহেলার অনুমতি সম্পর্কিত ইলাহী কালাম :

"খোদাতায়ালা এক সুরভীপূর্ণ দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকাইলেন এবং কতিপয় লোক মনে মনে বলিল, হে খোদা! তুমি কি পৃথিবীতে এমন এক ব্যক্তিকে খাড়া করিবে, যে জমীনে ফসাদ (অশান্তি) ছড়াইবে? তখন খোদাতায়ালা তাহাদিগকে উত্তর দিলেন যে, আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না। এবং তাহারা বলিল যে, এই ব্যক্তির গ্রন্থ মিথ্যা এবং কুফরে পূর্ণ। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আইস, আমরা এবং তোমরা স্ব স্ব স্ত্রী, পুত্র এবং আপনজন সহকারে পরস্পর মুবাহেলা করি। তারপর যাহারা মিথ্যাবাদী তাহাদের উপর লা'নত প্রেরণ করি।"

(আইনায়ে কামালাতে ইসলাম পৃঃ ২৬৩-২৬৫, সনঃ ১৮৯২ ইং)।

"তুমি সেই মসিহ্, যাহার সময় নিষ্ফল হইবে না। আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, এই যুগে আমার এক খলিফা সৃষ্টি করি। তাই এই আদমকে (হযরত আহ্মদকে) সৃষ্টি করিলাম। তিনি ধর্মকে ইসলাম সঞ্জীবিত করিবেন এবং শরীয়তকে পুনঃস্থাপন করিবেন।"

(তাযকেরা)

"আল্লাহ্তা'লা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার রসুলই বিজয়ী হইবেন।"

(তাযকেরা)

"হে মানব সকল! শুনিয়া রাখ যে, ইহা সেই খোদার ভবিষ্যদ্বাণী, যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি এই জামাতকে জগতের সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিবেন এবং যুক্তিপ্রমাণ ও নিদর্শনের মাধ্যমে সকলের উপর প্রাধান্য দান করিবেন ... .

আকাশ হইতে প্রতিশ্রুত মসিহ্র অবতরণ শুধু একটি মিথ্যা ধারণা। স্মরণ রাখিবে কেহই আকাশ হইতে অবতরণ করিবে না। আমাদের যত সব বিরুদ্ধবাদী এখন জীবিত আছে, তাহারা সকলই পরলোক গমন করিবে এবং তাহাদের মধ্যে কেহই মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবে না। তারপর তাহাদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারাও মরিবে এবং তাহাদেরও কোন ব্যক্তি মরিয়ম-পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দেখিবে না। তারপর, তাহাদের সন্তানগণও মরিবে। তাহারাও মরিয়ম পুত্রকে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবে না। তখন তাহাদের হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইবে, ক্রুশের প্রাধান্যের সময়ও উত্তীর্ণ হইয়াছে, বিশ্বপরিস্থিতির রূপান্তর ঘটিয়াছে কিন্তু মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) আজও আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না? তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সমবেতভাবে এই বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবেন এবং আজি-

কার দিন হইতে তৃতীয় শতাব্দী পার হইবে না, যখন ঈসা নবীর (আঃ) অপেক্ষারত কি মুসলমান কি খৃষ্টান, সম্পূর্ণ নিরাশ ও হতাশ হইয়া (ঈসার আকাশ হইতে অবতরণের) এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবে এবং পৃথিবীতে তখন একই ধর্ম্ম (ইসলাম) ও একই ধর্ম্ম-নেতা (হযরত মোহাম্মাদ সাঃ) হইবেন। আমি কেবল বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। অত এব, আমার দ্বারা বীজ বপন করা হইয়াছে। এখন উহা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে এবং ফলফুলে সুশোভিত হইবে। কেহ ইহাকে রোধ করিতে সক্ষম হইবে না।" (তাযকেরাতুশ-শাহাদাতাইন,' ১৯০৪ সনে প্রকাশিত)

"আমি বহু পূর্বেই দুঃখে মরিয়া যাইতাম যদি না খোদা, যিনি আমার প্রভু ও কর্তা, আমাকে সান্তনা দিতেন যে, পরিণামে তৌহিদ জয়যুক্ত হইবে, অপর সকল দেবতা ধ্বংস হইবে, সকল মিথ্যা উপাস্যের উপর হইতে আরোপিত ঈশ্বরত্ব মোচন করা হইবে। খোদার মাতা হিসাবে মরিয়মের উপাসনার দিন ফুরাইয়া যাইবে এবং তাঁহার পুত্রের ঈশ্বরত্বের মতবাদও বিলীন হইয়া যাইবে। .. .. কেহই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাঁহাদিগের সহিত ঐ সকল প্রবৃত্তি ও মনমানসিকতাও বিনষ্ট হইবে, যেগুলি মিথ্যা উপাস্যের পুজা করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। এক নূতন আকাশ এবং এক নূতন জগত দেখা দিবে। সে দিন নিকটে, যখন সত্যের সূর্য পশ্চিমে উদিত হইবে এবং ইউরোপ সত্য খোদার পরিচয় লাভ করিবে। তাহার পর অনুতাপের (তৌবার) দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ, যাহারা প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা আগ্রহের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে। কেবল তাহারাই বাহিরে থাকিয়া যাইবে, যাহাদের হৃদয় প্রকৃতির দ্বারা মোহরকৃত হইবে ; যাহারা আলো ভালবাসে না, পরন্তু অন্ধকার ভালবাসে। ইসলাম ব্যতিরেকে সকল ধর্ম লুপ্ত হইবে এবং সকল অস্ত্র ভাঙিয়া যাইবে, পরন্তু ইসলামের স্বর্গীয় অস্ত্র, যাহা না ভাঙিবে, না ভোতা হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা অন্ধকারের সকল শক্তিকে দাজ্জালিয়ত ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়। সেই সময় সন্নিকট, যখন খাঁটি তৌহিদ, যাহা ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ—মরুবাসী-গণও তাহাদিগের অন্তরে অনুভব করিবে, চরাচরে ছড়াইয়া পড়িবে। সেদিন কোন ঝুটা প্রায়শ্চিত্ত অথবা মিথ্যা উপাস্য থাকিবে না। স্বর্গীয় হস্তের একটি আঘাত অধর্মের সকল কুচক্র (দাজ্জালিয়ত)-কে ধ্বংস করিবে, কিন্তু তরবারী বা বন্দুকের সাহায্যে নহে ; পরন্তু কতকগুলি আত্মাকে স্বর্গীয় জ্যোতির দ্বারা আলোকিত করিয়া এবং কতকগুলি হৃদয়কে স্বর্গীয় দীপ্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া। কেবল সেই সময়েই তোমরা বুঝিবে, যাহা আমি বলিতেছি।"

(তবলীগে রেসালত ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা)

অনুবাদ ও সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ

আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর দরবারে নাজরানের

খ্রীষ্টান প্রতিনিধিদল ও ওফাতে ঈসা

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দরবারে নাজরানের এক খৃষ্টান প্রতিনিধিদল ৯ম হিজরীতে ধর্মমত বিনিময়ের জন্য আগমন করে। নেশাপুরের হযরত আল্লামা আবুল হোসেন (রহঃ) আরবী ভাষায় লিখিত তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক "আসবাবে নযুল" পুস্তকের ৫৩ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে এক গুরুত্বপুর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। উহার বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :

"তফসীরকারগণ বলিয়াছেন যে, নাজরানের প্রতিনিধিদলও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর খেদমতে পৌঁছে। তাহারা ৬০ জন আরোহী ছিল। তন্মধ্যে ১৪ জন খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার ৩ জন নেতৃস্থানীয় ছিলেন। আল-আকেব, যাঁহার নাম ছিল আব্দুল মসীহ, তিনি প্রতিনিধিদলের আমীর ছিলেন। প্রত্যেক কাজে সকলে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিত এবং তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কেহ কোন কাজ করিত না। দ্বিতীয় ব্যক্তি আস্-সৈয়দ, যাহার নাম ছিল আল-আয়হাম, তিনি ইমাম ছিলেন এবং কাফেলার নাযেম (পরিচালক) ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন আবু হারেস বিন আলকামা, যিনি তাহাদের পাদরী, আলেম, ধর্মীয় নেতা এবং নাযেমে তালীম ছিলেন। অন্যান্যদের উপর তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, খৃষ্টান ধর্মের পুস্তকাবলীতে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তাঁহার নিজ ধর্ম সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান ছিল। রোমান বাদশাহগণ তাঁহার এবংবিধ গুণের জন্য তাঁহাকে কেবল বহু সম্মান ও ধন দৌলত এবং উপঢৌকনে ভূষিত করেন নাই, বরং তাঁহার জন্য এক গীর্জাও নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

এই প্রতিনিধিদল আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর খেদমতে আসিল এবং আসরের নামাযের পর মসজিদে-নববীতে প্রবেশ করিল। তাহারা রং-বেরঙের জুব্বা ও চাদর পরিহিত ছিল। সাহাবা (রাঃ) তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা জীবনে কখনও এরূপ প্রতিনিধিদল দেখেন নাই। যাহা হউক, তখন খৃষ্টানগণের নামাযের সময় হইয়াছিল। তাহারা মসজিদের মধ্যে খাড়া হইয়া তাহাদের নামায আরম্ভ করিয়া দিল। তাহারা পূর্ব দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতেছিল। আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) সাহাবা (রাঃ)-কে বলিলেন, "তাহাদিগকে নামায পড়িতে দাও।"

অতঃপর আস্-সৈয়দ এবং আল-আকেব আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সহিত কথবার্তা আরম্ভ করিলেন। রসুল (সাঃ) তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা ইসলাম গ্রহণ

করুন।" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আমরা তো আপনার পূর্বেই ইসলামে দাখিল হইয়াছি।" আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "আপনাদের কথা প্রকৃত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। যীশুর সম্বন্ধে আপনাদের ঈশ্বর পুত্রের আকিদা, সলীব পূজা এবং শুকর ভক্ষণ আপনাদিগকে ইসলাম হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে।" তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন 'যদ যীশু ঈশ্বরের পুত্র না হন, তাহা হইলে তাঁহার (যীশুর) পিতা কে?" এইভাবে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সহিত তাঁহারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তর্ক করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিলেন, "আপনারা কি জানেন না যে, প্রত্যেক সন্তান পিতার অনুরূপ হইয়া থাকে?" তাহারা বলিলেন, "হাঁ! ঠিক কথা।" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি জানেন না যে আমাদের সকলের রব চিরঞ্জীব? তিনি মৃত্যুর অধীন নহেন। কিন্তু ঈসা (আঃ) তো মরিয়া গিয়াছেন।" তাহারা উত্তর দিলেন "নিঃসন্দেহে (অর্থাৎ এ সমুদয় কথা সত্য)।" পুনঃরায় হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি জানেন না, আমাদের রব প্রত্যেক বস্তুর রক্ষক এবং পর্যবেক্ষক? তিনি প্রত্যেককে রক্ষা করেন এবং আহার্য দেন?" তাহারা উত্তর দিলেন, "আপনি ইহাও ঠিক বলিয়াছেন।" আঁ-হযরত (সাঃ) তখন তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন," হযরত ঈসা (আঃ) কি এ সকলের মধ্যে কোন গুণের আধিকারী?" তাহারা উত্তরে বলিলেন, "না।" আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "আমাদের রব যেভাবে চাহিয়াছেন হযরত ঈসা (আঃ)-কে তাহার মাতার গর্ভে আকার দিয়াছেন। আমাদের রব পানাহার করেন না এবং মলমূত্র ত্যাগ করেন না।" তাঁহারা বলিলেন, "আপনি সম্পূর্ণ ঠিক বলিয়াছেন।" হুজুর (সাঃ) বলিলেন, আপনারা কি জানেন না যে, হযরত ঈসা (আঃ) সেই ভাবে মায়ের পেটে ছিলেন যেভাবে সকল বাচ্চা তাহাদের মায়ের পেটে থাকে? অতঃপর তিনি তাঁহাকে প্রসব করেন যেভাবে সকল মা তাহাদের সন্তান প্রসব করে। অতঃপর সকল বাচ্চার ন্যায় তাঁহাকে আহার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি পানাহার করিতেন এবং মলমূত্র ত্যাগ করিতেন' তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, সব সত্য।' তখন আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, 'এখন বলুন, ইহার পর আপনাদের কথা অনুযায়ী কিভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদার পুত্র বলা যাইবে?' এই কথায় তাহারা নীরব রহিলেন।"

উপরুক্ত বর্ণনা হইতে ইহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-কে মৃত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তখনকার খৃষ্টানগণও হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত হওয়া সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন। (আল-ফযল—৬/৮/৭৭ তাং ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠা)

মূল সংকলন : মৌঃ দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ
অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

জুমার খোৎবা

সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

(তারিখ ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ইং, স্থান : মসজিদে মোবারক, রাবওয়া)

'লাইলাতুল কদর' -এর অর্থ প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনের একটি অধ্যায়ের অবসান, যখন তাহার বৎসর ব্যাপী সাধনা ও আমল অনুযায়ী তাহার তকদীরের ফয়সালা করা হয়।

যে ব্যক্তি শৈথিল্য ও গাফলতির মধ্য দিয়া সারা বৎসর অতিবাহিত করে, লাইলাতুল কদরের ফয়সালা তাহার পক্ষে আনন্দদায়ক হইতে পারে না।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুরআন করীম 'লাইলাতুল কদর'-এর মাধ্যমে মুসলমানদিগকে এক ফুরকান বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করিয়াছে। হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ) ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, রমজানের শেষ দশ দিনে ইহা তালাশ কর। সকল বুজুর্গ ইহার সম্বন্ধে বলিয়া আসিয়াছেন। আমাদের জামাতের খলিফাগণও জামাতকে বিভিন্ন ভুল ধারণা হইতে রক্ষা করার জন্য এ সম্বন্ধে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমিও আজ এ বিষয়ে বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যে, কতিপয় লোকে মনে করে, রমজানের শেষ দশকে এরূপ কতক মুহূর্ত আছে যে, মানুষ সমস্ত বৎসর ব্যাপী যত পাপই করুক না কেন সেই মুহূর্ত গুলিতে সে সব কিছুর ক্ষমা পাইয়া যায়। যেমন একজন চোর মনে করিতে পারে যে, সারা বৎসর চুরি করিবে, মানুষকে লুট করিবে, হারাম ভক্ষণ করিবে, বাস্ ঐ মুহূর্তে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইবে, 'জুমআতুল বেদা' বা 'লাইলাতুল কদরে' (যেমন মানুষে বাহ্যিকভাবে নির্ধারিত এক প্রথানুযায়ী শুধু ২৭ শে রমজানের রাত্রিতে) জাগিয়া থাকিয়া দোওয়া করিলেই, কিংবা রমজানের শেষ দশ রাত জাগিলেই সমস্ত বৎসরের পাপ মোচন হইবে।

লাইলাতুল কদর তো তকদীরের রাত, যখন আল্লাহ্তায়ালা এই ফয়সালা করেন যে, আমার বান্দা (কুরআনের বর্ণনানুযায়ী) যে নূর তাহার সঙ্গে ছিল এবং তাহার আমলনামায়

লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, উহার ফলশ্রুতি হিসাবে বৎসরান্তে সে যখন তাহার জীবনের একটি অধ্যায় শেষ করিল; তখন পরীক্ষার প্রশ্নের জবাব-পত্রে যেমন নম্বর লাগে, তেমনি তাহার জীবনের সেই অধ্যায়েও নম্বর লাগিয়া যায়, এবং উহাই তাহার 'লাইলাতুল কদর' হইয়া থাকে। যদি উহাতে সে ফেইল হয়, যদি তাহার সারা বৎসর বিনা নূরে কাটিয়া থাকে, যদি সেই নূর তাহার মধ্যে উন্নতি লাভ করে নাই, যদি সে খোদাতায়ালার নৈকট্যের পথ অন্বেষণে শৈথিল্য ও গাফলতি করিয়া থাকে, যদি তাহার আমল-নামা শুন্য থাকে, তাহা লইলে তাহার জন্য এক অর্থে লাইলাতুল কদর তো সংঘটিত হইবে কিন্তু এইরূপ লাইলাতুল কদরে অথবা জুময়াতুল বেদা'য়ে তাহার জন্য ইহাই লেখা হইবে যে, এই বান্দাকে খোদাতায়ালার নূর হাসিল করার বহু সুযোগ তো দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু সে তদ্বারা উপকৃত হইতে পারে নাই। সেজন্য আজ যদি সে মৃত্যু বরণ করে, তবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। সুতরাং তাহার 'লাইলাতুল কদর' তো সংঘটিত হইবে, সেই দিন তাহার তকদীরের ফয়সালা তো হইবে, কিন্তু তাহা আনন্দদায়ক হইবে না। তাহা কৃতকার্যতার প্রতীক ফয়সালা নয়, তাহা খোদাতায়ালার মহব্বতকে লাভ করার ফয়সালা নয়। তাহা খোদাতায়ালার নূরে আলোকিত হওয়ার ফয়সালা নয়। কেননা তাহার আমল-নামা শুন্য পড়িয়া আছে। নূর ছিলই না, যাহা আমল-নামায় লিপিবদ্ধ হইতো। সুতরাং লাইলাতুল কদরের অর্থ, সেই দিন তাহার জীবনের একটি অধ্যায়ের অবসান এবং নূতন আর এক অধ্যায়ের সূচনা।

তারপর যেহেতু খোদাতায়ালার নৈকট্যের পথ সমূহের অন্ত নাই, সেই জন্য যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে নৈকট্যের যত মোকাম লাভ করুক না কেন তারপরও তাহার সম্মুখে নৈকট্যের অগণিত মোকাম পড়িয়া আছে, যাহা সে হাসিল করিতে পারে।

লাইলাতুল কদর সংঘটিত হইলে তাহার জীবনের একটি অধ্যায়ের অবসান ঘটে। আল্লাহতায়ালা বলেন যে আজ তাহার তকদীরের ফয়সালা করা হইল, এক বৎসর ব্যাপী তাহার খাঁটি নিয়তে পালনকৃত সমগ্র এবাদত ও আজ্ঞানুবর্তিতা এবং 'ইসলাম' (اسلمت لرب العالمين) অর্থাৎ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য সূচক সকল আমল ও সাধনার জন্য আজ তাহাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করা হইতেছে।

আল্লাহতায়ালা এই লাইলাতুল কদরে তাঁহার কোন কোন বান্দাকে অসাধারণ জ্যোতি সমূহে ভূষিত করেন এবং কোন কোন বান্দাকে সাধারণ জ্যোতি দান করেন (যাহা অবশ্য সাধারণ স্তর হইতে উচ্চস্তরের হইয়া থাকে)। আল্লাহতায়ালা তাহা-

দিগকে বলেন যে: (যেমন কয়েক তল বিশিষ্ট প্রাসাদের সিঁড়ীর একাংশ প্রাসাদের একটি পর্যায়ে আসিয়া শেষ হয়, অতঃপর সিঁড়ীর আর এক নুতন অংশ বা পর্যায় আরম্ভ হয় এইভাবে) প্রথম ল্যাণ্ডিং পর্যান্ত তোমরা পৌঁছিয়াছ ; কিছু পরিমাণ উন্নতি ও উচ্চতর মর্যাদা তোমরা লাভ করিয়াছ, ইহাতে তোমাদের জীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এখন তোমরা জীবনের অর এক নতুন অধ্যায় দৃঢ় সংকল্প, উৎসাহ, হিম্মত ও দোওয়া এবং বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে আরম্ভ কর, যেন বৎসর অতিবাহিত হইলে তোমরা তদপেক্ষা উচ্চতর মোকামে উন্নতি লাভ করিতে পার ; আর নীচের দিকে ন মিবে না এবং বর্ত্তমান অবস্থানেও স্থির থাকিবে না। তারপর ঐ অধ্যায়ও শেষ হয়। অতঃপর পরবর্ত্তী অধ্যায় শুরু হয়। এমনি ধারায় অবশেষে ইহজীবনের আমলনামা বা কর্ম্মলিপির অবসান ঘটে।

আমাদের প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তোমরা প্রথম হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত এই দোওয়া করিতে থাকিবে যে, হে খোদা! আমাদের পরিণাম শুভ হউক। কেননা মানুষ তাহার জীবনের একাংশে রুহানীভাবে যতটুকু বেশী উপরে উঠে, তাহার জন্য ততটুকুই বেশী অধঃপতনেতরও আশংকা থাকে। যদি সে উপর হইতে নীচে পড়ে, তবে তাহার হাড় মাংস কিমার ন্যায় নিষ্পেষিত হইবে। পাঁচ ফুট উপর হইতে যে পড়ে, সে কম আঘাত পায়। কিন্তু যদি চারতলা হইতে পড়ে, তাহা হইলে তাহার বাঁচাই দুষ্কর। সুতরাং যেখানে মানুষের জন্য উর্দ্ধারোহণের দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত করা হইয়াছে এবং নৈকট্যের মোকামসমূহ তাহাকে প্রদান করা হইয়াছে, সেখানে তাহাকে অশুভ পরিণাম সম্পর্কেও হুশিয়ার করা হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে শুভ পরিণামের জন্য দোওয়া করিতে থাক। কেননা যদি কোন সময় শয়তানের হামলা তোমাদের উপর কার্যকরী ও সফল হয় তাহা হইলে তোমাদের জন্য বিপদ বেশী, অন্যান্যদের তুলনায় খোদা-তায়ালার লা'নত ও গজবের আঘাত তোমাদের উপর কঠোরতর হইবে। যাহারা 'দীনুল প্রাজায়েজ'—গতানুগতিক ধর্মানুষ্ঠান করে, আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, তাহাদের প্রতি শয়তান দৃষ্টিপাতও করে না, সে মনে করে, এখনও তাহারা আল্লাহতায়ালার প্রীতি ও ভালবাসা খুব স্বল্প পরিমাণেই লাভ করিয়াছে, এখনও তাহারা অতি নিম্নস্তরেই আছে। যদি আমি তাহাদিগকে আক্রমণ করি, তাহাতে কি লাভ হইবে? তথাপি শয়তান তাহাদিগকেও যৎকিঞ্চিৎ আক্রমণ করে কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ 'দীনুল আজায়েয' এখতিয়ার করার ফলে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু যতই কেহ উচ্চে আরোহণ করে, ততই তাহার জন্য 'বলয়াম বাউর' হওয়ার আশংকাও সৃষ্টি হয়।

(সুরা আ'রাফ : ১১৭ আয়াত)

ইহার দৃষ্টান্ত দশ-বিশটিই নহে বরং শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর জামানায়ও আমরা এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই যে, কোন এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যের এবং রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর প্রীতি ও ভালবাসা এবং সান্নিদ্ধের মর্যাদাও লাভ করিয়াছেন কিন্তু পরবর্ত্তীকালে কোন বিষয়ে হোঁচট খাইয়া তাহার পদস্খলন ঘটিয়াছে। মোট কথা, লাইলাতুল কদরের মাধ্যমে মানবজীবনের একটি অধ্যায় সমাপ্তি লাভ করে। তারপর, খোদাতায়ালা বলেন যে, দোওয়া কর জীবনে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের যেন অধিকতর উত্তম ফলোদয় হয়, আমার দৃষ্টিতে তোমরা যেন তখন অধিকতর প্রীতি ও স্নেহ ভাজন হও এবং সেই অধ্যায়ের লাইলাতুল কদর যেন তোমাদের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে অধিকতর কল্যাণকর লাইলাতুল কদর সাব্যস্ত হয়। আর দোওয়া করিতে থাক যেন শুভ পরিণাম হয়। যখন এই জীবন গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটে তখন উহার পরিশেষে ইহাই যেন লিখিত হয় যে, খোদার প্রিয় বান্দা খোদার ক্রোড়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। উহার পরিশেষে ইহা যেন লিখিত না হয় যে, খোদাতায়ালা এই বান্দাকে এক পর্যায়ে ভালবাসিয়াছিলেন, কিন্তু সে খোদাতায়ালার প্রীতি ও ভালবাসাকে মর্যদা দিতে পারে নাই, তখন সে খোদা-তায়ালার সুনজর হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, এবং শয়তানের ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

সুতরাং উপরুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা যেখানে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করিবে, সেখানে শুভ পরিণামের জন্যও সদা দোওয়া করিতে থাকিবে এবং লাইলাতুল কদর বা অন্য কোনও মোবারক মুহূর্ত্তের ভুল ও বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া যাহা আলোকময় না হইয়া অন্ধকার পূর্ণ হয়, নিজেদের জীবনকে এবং নিজেদের বংশধরদিগকে ধ্বংস করার প্রয়াস পাইবে না। ধ্বংসের কবল হইতে নিজদিগকেও বাঁচাও, আপন লোকজনকেও বাঁচাও এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকেও বাঁচাও।

খোদাতায়ালা আমাদের নিকট ইসলাম তথা আত্মসমর্পনের প্রত্যাসা করেন। খোদা-তায়ালা বলেন যে, নিজেদের সমস্ত কিছুর ত্যাগ স্বীকার করিয়া আমার সমীপে উপস্থিত হও। তিনি বলেন, বিনয়ের পথ সমূহ অবলম্বন কর। তিনি বলেন, তোমরা নেকী বা পূণ্যানুষ্ঠানের সুযোগ ও ক্ষমতা ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ করিতে পারিবে না, যতক্ষণ না আমার ফজল ও অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। খোদাতায়ালা বলেন যে, এই মহাগ্রন্থ কুরআনে হেদায়েত বা সুপথের নির্দেশ লাভের সার্বিক উপকরণ বিদ্যমান আছে এবং হেকমত ও প্রজ্ঞার সমুদ্রও এই মহান কিতাবে বিধৃত রহিয়াছে এবং ইহাকে 'ফুরকান' (—সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থিক্য নিরূপন ও স্বতন্ত্র মর্যাদা দান কারী) হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার অনুশাসন মানিয়া, তদনুযায়ী

চলিয়া ও আমল করিয়া তোমরা খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভে সক্ষম হইতে পার। কিন্তু তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে উক্ত মর্যাদার অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্য সর্বদা দোওয়া করিতে থাক, যেন আল্লাহ্-তায়ালার ফজল সহায়ক হয় এবং তিনি তাঁহার বান্দাকে যেমন রূপ দান করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে যেন আমরা তেমন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারি। একবার তাঁহার প্রেম ও ভালবাসা লাভ করার পর যেন আমরা কখনও তাঁহার কোপ দৃষ্টির কবলে পতিত না হই, এমন কি, আমরা যেন নিরাপদে ক্রমোন্নতি করিয়া এই জীবন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যাই এবং পরীক্ষা ও আজমায়েশের দ্বার রুদ্ধ হইয়া আমাদের জন্য তাঁহার চিরস্থায়ী পুরস্কার ও চিরস্থায়ী প্রীতিও ভালবাসা লাভের মহা কালে সূচনা হয়। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সকলের উপরে ফজল ও রহমত নাযেল করুন।

(আমিন)।

(সাপ্তাহিক বদর, ২রা নভেম্বর, ১৯৭২ ইং হইতে অনুদিত)

অনুবাদঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

রমযানের ফিদিয়া, ফিৎরানা ও এ'তেকাফ

প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ ও স্বগৃহে অবস্থিত সকল মুমেনের রোযা রাখা ফরজ। যাহারা শারীরিক কারণে রোজা রাখিতে অক্ষম, তাহারা মাসিক কমপক্ষে ১০০/০০ (একশত) টাকা হারে ফিদিয়া জামাতের ফাণ্ডে জমা দিবেন। এই ফাণ্ডের একাংশ রোজা চলাকালীন স্থানীয় গরীব আহ্মদী ভ্রাতাদের মধ্যে সাহায্য হিসাবে দিবেন।

চাউলের কণ্ট্রোল দর অনুযায়ী এবার মাথা পিছু ৫/০০ (পাঁচ) টাকা হারে ফিৎরানা ধার্য্য করা হইয়াছে। আবাল, বৃদ্ধ বণিতা নির্বিশেষে সকলের জন্য এমন কি এক দিনের শিশুর জন্যও ফিৎরানা দেওয়া লাজেমী। রমজানের ২০ তারিখের মধ্যে সকল ফিৎরানা আদায় করিয়া উহা স্থানীয় জামাতে অভাবী পরিবারের মধ্যে ঈদের অন্ততঃ ৩ দিন পূর্বে বিতরণ করিবেন। মোট ফিৎরানার দশ ভাগের এক অংশ কেন্দ্রে পাঠাইতে হইবে। যে জামাতে স্থানীয়ভাবে ফিৎরানা পাইবার অভাবী পরিবার নাই, সেই জামাত সমস্ত বা উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইবেন।

রমজান মাসের শেষ দশ দিনে হযরত রসুল করীম (সাঃ) ই'তেকাফ করিতেন। ইহা বড়ই বরকতপূর্ণ এবং জরুরী। প্রত্যেক জামাতে যাহাতে বেশী বেশী বন্ধু মসজিদে ই'তেকাফে সমবেত হন, তাহার জন্য এখন হইতে চেষ্টা করিবেন। —আমীর,

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া।

ঈদুল ফিৎরের খোৎবা

(তারিখ : ২০ শে নভেম্বর, স্থান : মসজিদে মোবারক, রবওয়া)

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ আঃ)-এর যামানা মুসলিম উম্মতের জন্য ঈদের যামানা ছিল। আমাদের ঈদ এই যে, আমরা যেন খোদাতায়ালার অশেষ ফজল ও অনুগ্রহের পরিপোক্ষতে তাঁহার শোকর-গোজার বান্দা হই।

ইসলামের ঈদের সূর্য উদিত হইয়াছে, তোমরা দোওয়া করিতে থাক যেন ইহা আর অস্তমিত না হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রাধান্য লাভ করে।

তাশাহুদ ও তায়াউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন :

আল্লাহ্তায়ালা আপনাদের সকলের জন্য এই ইদ মোবারক করুন। যে সকল ভ্রাতা-ভগ্নি এখানে উপস্থিত আছেন এবং যে সকল আহ্মদী ভ্রাতা-ভগ্নি এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর আত্মোৎসর্গকারীগণ জগতে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা যেখানেই থাকুন, তাঁহাদের জন্যও আল্লাহ্তায়ালা এই ঈদকে মোবারক করুন।

পাকস্থলীর অসুবিধার জন্য আমার কোন কোন সময় হৃদকম্পন (প্যালপিটেশন)-এর উপসর্গ দেখা দেয়। আজ সকালেও খুব ভীষণ কষ্ট বোধ হইল, সেজন্য আপনাদিগকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ দোওয়া করিবেন যেন এই ছোট ছোট উপসর্গগুলি দুর হইয়া যায়।

আল্লাহ্তে বিশ্বাসী একজন মুমেনের ঈদ প্রকৃত পক্ষে সেই সময়েই হইয়া থাকে যখন সে উহা দোওয়ার কবুলিয়ত এবং আল্লাহ্তায়ালার রহমত লাভের মাধ্যমে হাসিল করে। রমজানের সম্পর্ক বহুবিধ এবাদতের সহিত সংযুক্ত; সে গুলির ফলশ্রুতি হিসাবে কুরআন শরীফের বর্ণনানুযায়ী বান্দার দোওয়াসমূহ কবুল হয়, এবং খোদাতায়ালার আজেয বান্দা কেবল তাঁহারই ফজল ও করমে যখন তাহার দোওয়া সমুহ কবুল হইতে দেখিতে পায়, তখন তাহার আত্মায় ঈদের আনন্দ তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। সেই আনন্দ (যাহা দোওয়ার কবুলিয়তের ফলেই সৃষ্টি হয়) বাহ্যিকভাবে পবিত্র উৎসবরূপে উদযাপনের জন্যই ঈদের দিন নির্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু দোওয়ার কবুলিয়তের ফলশ্রুতিতে যে আনন্দ মানুষের হাসিল হয়, তাহা মহৎ দায়িত্বাবলীও সঙ্গে বহণ করিয়া আনে।

যে ব্যক্তি তাহার রব সম্পর্কে মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞান রাখে না, ফলে সে এক পশুবৎ জীবন যাপন করিতে থাকে, এরূপ ব্যক্তি ইহা অনুভব বা উপলব্ধি করিতে পারে না যে, আল্লাহ্‌তায়ালার 'রবুবিয়ত' ও 'রহমানিয়ত' কি রূপে ও কতভাবে প্রতি মুহূর্তে তাহার সহায়ক হইয়া আছে। তাহার উপর খোদাতায়ালার যে সকল নে'মত ও অনুগ্রহ নাযেল হইতে থাকে সেগুলির প্রতি যদি সে উদাসীন ও অকৃতজ্ঞ হয়, তাহা হইলে সে শাস্তি পায়। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে মানব হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে মানুষ হইল না কেন? কিন্তু যে জামাত কিংবা ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার মহিমা সম্পর্কে কম বা বেশী স্ব স্ব যোগ্যতানুযায়ী মা'রেফত বা ঐশীতত্ত্ব-জ্ঞান লাভের উপকরণ সৃষ্টি করেন এবং যাহাদের 'এরফানে এলাহী'তে ক্রমোন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বদা নিত্যনতুন উপকরণ সৃষ্টি করিতে থাকেন, যাহাদের প্রতি খোদাতায়ালা রহমতের সহিত প্রত্যাগমন করেন, যাহাদিগকে স্বীয় প্রীতি ও সন্তোষে অভিষিক্ত করেন, যাঁহাদের দোওয়াসমূহ কবুল করেন এবং যাহারা খোদাতায়ালার জীবন্ত গুণাবলীর জ্যোতির্বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, সেই সকল ব্যক্তি বা জামাতের উপর দ্বিগুণ দায়িত্বও ন্যাস্ত হয়।

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার উম্মতের ইচ্ছা ও আকাঙ্খানুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই দোওয়া করিয়াছিলেন যে, "হে আল্লাহ্! আসমান হইতে আমাদের জন্য এক মায়েদা (খাদ্য সম্ভার) অবতীর্ণ কর, যাহা পূর্ববর্ত্তীদের জন্যও এবং পরবর্ত্তীদের জন্যও ঈদ স্বরূপ হয়।"

(আল-মায়েদা :)

খোদাতায়ালা বলিলেন যে, "আমি ঐরূপ 'মায়েদা' তোমাদিগকে অবশ্য দান করিব, কিন্তু স্মরণ রাখিও : فمن يكفر بعد منكم فانى اعذبه عذابا لا اعذبه احدا

"তারপর যে অস্বীকার করিবে বা অকৃতজ্ঞ হইবে আমি তাহাকে এরূপ কঠোর শাস্তি দিব যাহা দুনিয়াতে আর কাহাকেও দেই নাই।" (আল-মায়েদা : ১১৬)

খোদাতায়ালার জীবন্ত জ্যোতির্বিকাশসমূহ প্রত্যক্ষ করার পর উহা বিস্মৃত হওয়া কিংবা খোদাতায়ালার সনাক্ত ও পরিচয় লাভের পর তাঁহাকে ভুলিয়া যাওয়া খোদায়ী শাস্তির কারণ হয়। যে জামানায় যে জাতির উপর আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত সমূহ বর্ষার ধারার ন্যায় অবতীর্ণ হইয়া থাকে, সেই জামানায় সেই জামাত বা উহার কোন ব্যক্তি যদি তাহার সৃষ্টি-কর্তা, প্রতিপালক, বার বার দয়াকারী ও অতীব স্নেহশীল খোদার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন

করে, তবে তাহা এমন এক অপরাধ, যাহার ফলে সাধারণ আযাব আসে না, বরং উহার ফলে, কুরআন করীমের উদ্ধৃত আয়াত ছাড়া আরও অনেকগুলি আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্তায়ালার ঘোষণা আনুযায়ী এরূপ আযাব অবতীর্ণ হয় যাহার কোন নযীর জগতে পাওয়া যায় না। العياذ بالله। (—ইহা হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই)

সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা যেখানে প্রীতি ও করুণা ভরে আপনাদিগকে এবং আমাকে তাঁহার মোজেযা ও নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিতেছেন এবং আমাদিগকে তাঁহার অলৌকিকতাপূর্ণ প্রেম ও ভালবাসায় ভূষিত করিতেছেন, সেখানে আমাদের উপরও এই জিম্মাদারী ন্যস্ত হয় যে, আমরা যেন 'কুফরানে-নে'মত (—তাঁহার নে'মতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অমর্যাদা প্রদর্শন) না করি; আমরা যেন তাঁহার না-শোকর বন্দা হওয়ার পরিচয় না দেই। আল্লাহ্তায়লা যে সকল দায়িত্ব ও জিম্মাদারী অন্যান্যদের তুলনায় অধিকগুণ বেশী আমাদের উপর ন্যাস্ত করিয়াছেন, আমরা যেন তাহাদের অপেক্ষা বিপুল প্রফুল্লতার সহিত সেই দায়িত্ব পালন করি এবং তাঁহার পথে বহুগুণ বেশী হৃষ্টচিত্তে কুরবানী পেশ করি, তাহা হইলে আমাদের এই ঈদ হইবে এক অন্তহীন ঈদ, এক চিরস্থায়ী ঈদ।

বড়ই নির্বোধ হওয়ার পরিচয় দিবে সেই ব্যক্তি, যে বলিবে যে, মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর জামানা এবং তাঁহার পবিত্র এরশাদ অনুযায়ী তাঁহার পরবর্ত্তী তিন শতাব্দী পর্যন্ত, উম্মতে মুসলেমার উপরে একটি এমন দিনও গিয়াছে যেদিন-টিতে ঈদ ছিল না। দিন কেন, দিনের প্রত্যেকটি ঘণ্টা বরং প্রত্যেক মুহূর্তই ছিল ঈদ। নিত্য নূতন ঈদ, নিত্য নূতন রহমত এবং আল্লাহ্তায়ালার অভিনব প্রীতি ও সন্তোষ তাঁহারা লাভ করিতেছিলেন।

পুনরায় সেই ঈদ উপস্থিত হইয়াছে, মানুষ তাহা ঈদ যাপন করুক বা না ই করুক, ইহা তাহাদের অভিরুচি, কিন্তু ঈদ আসিয়াছে। সেই জামানার পুনঃ আগমন হইয়াছে, যে জামানার স্বপক্ষে হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার উম্মতকে যে প্রীতি ও ভালবাসা দান করিয়াছেন, তাহাদের জন্য দোওয়া করিয়াছেন এবং অসাধারণ বিপদাবলীর এই দিন গুলিতে তাহাদের জন্য খোদাতায়ালার যে রহমতের ফেরেশতাদিগকে আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার সেই সকল দোওয়া কবুল হইয়াছে, তদনুযায়ী মাহ্দী (আঃ) আবির্ভূত হইয়াছেন, প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ দুনিয়ার বুকে নাযেল হইয়াছেন। আপনারা তাঁহারই জামাত।

সুতরাং ঈদতো আসিয়াছে, খোদাতায়ালার প্রীতি আপনারা লাভ করিয়াছেন। আপনাদের দোওয়া কবুল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন যে বলিতে পারেন যে, খোদাতায়ালা মুমিনকে কোন সত্য স্বপ্নও দেখান না? বরং আপনাদের মধ্যে শত শত বরং লক্ষ লক্ষ এরূপ লোক আছেন যাঁহারা দুই একটি নয় বরং দশ বিশ বরং কেহ কেহ সহস্র সহস্র বার খোদাতায়ালার তরফ হইতে সুসংবাদ পাইয়া, বাস্তবে তাহা ঘটিতে দেখিয়াছেন যাহা পূর্বাহ্নে তাহাদিগকে জানানো হইয়াছিল।

মোট কথা, নিজ নিজ যোগ্যতার পরিধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী আপনারা তাহা লাভ করিতে পারিয়াছেন যাহার জন্য হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সেই নে'মত আপনারা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈদের পবিত্র চাঁদ আপনাদের উপর উদিত হইয়াছে। কিন্তু যদি আপনারা নিজেকে এবং আপনাদের বংশধরদিগকে স্বয়ং খোদাতায়ালার ওয়াদা ও সাবধান-বাণী অনুযায়ী জগতের নযীর বিহীন আজাব গজব হইতে বাঁচাইতে চান, তাহা হইলে আপনাদের পক্ষে 'কুফরানে নে'মত' অর্থাৎ তাঁহার নে'মতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অমর্যাদা প্রদর্শনের কোনই স্থান থাকিতে পারে না।

আমি শুরুতে এই অর্থেই বলিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্তায়ালা আপনাদের সকলের জন্য এবং আমার জন্য এই ঈদকে মোবারক ও কল্যাণময় করুন। ইহা সেই ঈদ, যাতে আল্লাহ্তায়ালার রহমত সমূহের এবং তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়, আল্লাহ্তায়ালার দরবারে শোকর আদায় করা হয়। এই হইল আমাদের ঈদ। এই ঈদকে চতুর্গুণ আলোকজ্জ্বল করিয়া তোলার জন্য আল্লাহ্তায়ালা যেন তাঁহার রহমত বহুগুণ বর্ধিত মাত্রায় নাযেল করেন। আমাদের ঈদ এই যে, আমরা যেন আল্লাহ্তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার শোকর-গোজার বান্দায় পরিণত হই। এইরূপ শোকর গোজার বান্দার পক্ষে আল্লাহ্তায়ালার প্রতিক্রিয়া এই যে, তিনি বলেন, 'হে আমার বান্দা, তুমি যেহেতু আমার নে'মতসমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছ, সেইজন্য আমি অধিকতর নে'মত তোমাকে দান করিব'। তখন বান্দা বলে, 'হে আমার রব, আমি বিনয়ের সহিত এবং আমার অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও তোমার নে'মতসমূহের জন্য নিজ সাধ্যানুযায়ী শোকর আদায় করিয়াছি; কিন্তু যথাযথভাবে শোকর আদায় করিতে আমি পারি নাই। তথাপি, হে খোদা! তুমি কত প্রিয় যে, এতদসত্ত্বেও তুমি আমাকে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী নে'মত দান করিয়াছ। আমিও বৃহত্তররূপে তোমার হুজুরে ঈদ উদ্যাপন করিব এবং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর তোমার শোকর-গোজার বান্দা হইব।'

আহ্মদী

৩১শে আগষ্ট/৭৭ ইং

সুতরাং তোমরা এই দোওয়া করিতে থাক যে, এই ঈদ যাহার সূর্য উদিত হইয়া গিয়াছে, উহা যেন অস্তমিত না হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সারা বিশ্বে ইসলাম প্রাধান্য ও অধিপত্য লাভ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক মানবহৃদয় মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রেমে স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক মানব-জীবন মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র পরমায়ু হইতে অংশ লাভ করিয়া জিন্দেগী অতিবাহিত করে।

যদি আপনারা প্রকৃতরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর-গোজার বান্দা হইয়া যান, তাহা হইলে এই ঈদ সদা আপনারা লাভ করিতে থাকিবেন, আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল সর্বদা অঝোর বর্ষার ন্যায় আপনাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে। তাঁহার ফেরেশ্‌তা-গণ সর্বক্ষণ আপনাদের জন্য দরুদ প্রেরণ করিতে থাকিবে। পথের কণ্টক আপনারা অনুভবও করিবেন না। ইসলামের রাজপথে আপনারা প্রফুল্লচিত্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রমাগত কুরবানী পেশ করিয়া আগাইয়া যাইবেন। আল্লাহ্‌ তায়ালা শক্তি'ও সামর্থ্য দান করিলেই তাহা সাধিত হইতে পারে। আল্লাহ্‌তায়ালা করুন, তাহাই যেন হয়।

(আল-ফজল, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭২ ইং)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

ঈদের দিন প্রত্যেকের নিকট একটি জিজ্ঞাসা

"প্রকৃতপক্ষে আজকালের ঈদ এক কষাঘাতের রূপে আসে এবং আমাদিগকে বলে, বল! তোমরা কিসের ভিত্তিতে ঈদ পালন কর? আমরা একদিকে এই কথা বলার দাবীদার যে রসুল করীম (সাঃ) আমাদের সরদার এবং অন্যদিকে আমরা তাঁহার সরদারী ছিনাইয়া লওয়া দেখিতেছি। প্রত্যেক স্থানে তাঁহার ধর্ম মযলুম, কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি। সুতরাং আমরা কিসের ঈদ করিতেছি? ইহা এক প্রশ্ন যাহা আমাদের প্রত্যেককে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। যদি সত্যকারভাবে আমাদের মধ্যে জানী ও মালী কুরবানীর প্রেরণা পাওয়া যায়, যদি আমরা কাঁদিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সাহায্য চাহি, তাহা হইলে আমাদের ঈদ সত্যিকার ঈদ এবং আমরা আল্লাহতায়ালা ও রসুল করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে মুখ তুলিয়া চাহিবার যোগ্য। নচেৎ আমাদের ঈদ কিছুই নহে বরং প্রত্যেক ঈদ আমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রাণহীন করিয়া দিবে।"

—হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)

(আলফযল ৮ই এপ্রিল, ১৯৫৯ খৃঃ অব্দ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৮)

ধর্মীয় জ্ঞানের অবস্থা ঃ

তিরমিযিতে বর্ণিত প্রতিশ্রুত যুগের আর একটি চিহ্ন হলো ধর্মীয় জ্ঞানের বিলুপ্তি এবং ধর্মীয় বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের অভাব। এ সম্বন্ধে তিরমযি শরীফে হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত নিম্নরূপ :

يرفع العلم و يظهر الجهل

'ইউর-ফাউল ইল্‌মু ওয়া ইয়াজহারুল জাহ্‌লু'

—অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে এবং জাহালত প্রকাশিত হবে। এমন এক সময় ছিল যখন মহিলাদের মধ্যেও ধর্মীয় আইন, পবিত্র কুরআন এবং হাদীস সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান-চর্চা ছিল। হযরত উমর (রাঃ) এক সময় এজন্যই বলেছিলেন যে. মদীনার আনসারগণের মহিলাগণ তার চেয়েও বেশী কুরআন করীমের জ্ঞান রাখেন। কিন্তু আজকাল ধর্মীয় জ্ঞানানুশীলন সাধারণতঃ ঐ সব লোকেই করে থাকে যাদের অন্য কিছু করার জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ অথবা মেধার অভাব। তাই এক শ্রেনীর মোল্লা জাতীয় লোক আছে যাদেক যথার্থভাবেই অর্ধ-শিক্ষিত বলা চলে।

একদিকে যেমন প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞান সাধনা বিলুপ্তির পথ ধরেছে, অন্য দিকে পার্থিব বিষয়ে জ্ঞান-সাধনা বেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। পার্থিব কলা-কৌশল এবং বিজ্ঞানের সাধনা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল। হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ)-এর বর্ণানানুযায়ী প্রতিশ্রুত যুগে মানুষ এই সকল বিষয়ে উন্নতি লাভের জন্য, পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক কষ্ট-স্বীকার করবে, কিন্তু ধর্মের উন্নতির উদ্দেশ্যে এমন কষ্ট স্বীকার করবে না।

সামাজিক অবস্থা ঃ

প্রতিশ্রুত যুগের সামাজিক বিবর্তন সম্বন্ধ যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সেগুলো নানান ধরণের এবং সেগুলোর গুরুত্ব ও সত্যতা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ মুসলমানদের মহান ঐতিহ্যগত ইসলামী অভিবাদন অর্থাৎ 'আস্‌সালামু আলাই-কুম' বলা সম্বন্ধে যে ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছে সে কথাই বলা যেতে পারে। পূর্বে একথা কিছুতেই ভাবতে পারা যেত না যে, কোন মুসলমান এই মহান ঐতিহ্যগত অভিবাদন বাদ দিতে পারে অথবা এর পরিবর্তে অমুসল-মানী অভিবাদন রীতি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তবুও আজকাল এই অবস্থাই ঘটেছে। ভারতবর্ষে হিন্দুদের প্রভাবে পড়ে মুসলমানদের

মধ্যেও 'বন্দেগী' 'তসলিম' অথবা 'আদাব' প্রভৃতি 'আসসালামু আলাইকুম'-এর পরিবর্তে প্রচলিত রয়েছে। অন্যান্য স্থানে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে মুসলমানগণও পাশ্চাত্যের পদ্ধতিতে অভিবাদন বিনিময় করতে অধিকতর পছন্দ করে থাকে।

আর একটি সামাজিক পরিবর্তন জনিত চিহ্ন হলো জন-সমর্থন ও সম্মানের মাপকাঠি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারনার আমূল পরিবর্তন। অতীতে জন-সমর্থন ও সম্মানের মাপকাঠি ছিল ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞান-গরিমা, জন-সাধারণের জন্য তাঁর নিঃস্বার্থ কাজ-কর্ম অথবা তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য। কিন্তু আজকাল মাপকাঠি বদলে গেছে—অর্থ-সম্পদ অথবা রাজনৈতিক পদ-মর্যদা ছাড়া অন্য কিছুর বিশেষ কোন মূল্য নেই। এই পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বানী ইবনে মারদাভিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে (ইবনে আব্বাসের সূত্রে)। কপটতামূলক প্রশংসার ছড়াছড়ি—কখনো গোপনে আবার কখনো প্রকাশ্যভাবে এগুলো করা হয়, অথচ প্রকৃত-পক্ষে সেই সকল গুণের এক কনাও তাদের মধ্যে নেই। তিরমিযি শরীফের বর্ণনা দ্রষ্টব্য :—"মা আজলাদাহু ওমা আমরাকাহু ওমা ফি কালাবিহী মেসকালু হাব্বাতেম্ মিন খারদালেন মিন ইমানে।" অর্থাৎ বলা হবে যে, অমুক কত বড়ো বাহাদুর, কত ভাল এবং নেক চরিত্রের অধিকারী এবং কত বুদ্ধিমান, কিন্তু সেই ব্যক্তির হৃদয়ে সরিষা পরিমাণ ইমানও থাকবে না। ইসলামের কর্ণধার রূপে অনেকেই বাহবা পেয়ে থাকেন যাদের একটা গুণ হলো এই যে, তারা জন-সভায় উচ্চঃস্বরে বক্তৃতা দিতে পারেন এবং বিপক্ষের বিরুদ্ধে নানান কথা বলতে পারেন অথবা প্রতিদ্বন্দীদেক সু-কৌশল বুদ্ধি দ্বারা পরাভূত করতে খুবই পারদর্শীতার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

অন্যদিকে যারা একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাসী সমাজে তাদের বিশেষ কোন সমাদর থাকবে না বলে ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত রয়েছে। এই ধরণের লোকেরা সমাজে কোন-ঠাসা হয়ে থাকবেন এবং সামাজিকভাবে তাঁদের নিম্ন পর্যায়ের বলে মনে করা হবে।

প্রতিশ্রুত সমাজিক অবস্থার আর একটি চিহ্ন হলো আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অবহেলা এবং অনিহা। হেজাজে যখন পবিত্র হজ্ব পালন করা হয় তখন এই বিষয়টি অত্যন্ত মর্মবেদনার সৃষ্টি করে এই কারণে যে, আরব দেশ ব্যতিত অধিকাংশ বহিরাগত মুসলমানগণ আরবী ভাষা-জ্ঞানের অভাবে একে অন্যের সহিত পুর্ণভাবে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারেন না। আরবী ভাষা না জানার ফলে—যে একটি মাত্র ভাষায় দুনিয়ার সকল মুসলমান সঠিকভাবে ভাবের বিনিময় করতে পারতেন তার অবহেলার কারণে—পবিত্র হজ্বের সময় লক্ষ লক্ষ মুসলমান একে অন্যের সঙ্গে অপরিচিতের ন্যায় দেখা-সাক্ষাৎ করেন এবং পরে নিজ নিজ দেশে ফিরে আসেন, কিন্তু তাঁদের সাধারণ

কোন সামাজিক সমস্যা অথবা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সমস্যাবলী সম্বন্ধে কোন কিছুই আলোক-পাত করা সম্ভব হয় না!

মহিলাদের অবস্থা ঃ

মহিলাদের পোষাক পরিচ্ছদের বিবর্তন সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এ যুগে সেগুলোর পূর্ণতা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। বস্ত্র-বয়ণ শিল্পের অগ্রগতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, রেশম এবং অন্যান্য কৃত্রিম তন্তুজাতীয় অতি-সুক্ষ্ম বস্ত্রাবরণ তৈরী করা হচ্ছে যেগুলো বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে সব পরিবার এই ধরণের পাতলা এবং অশোভনীয় পরিচ্ছদ সাধারণভাবে ব্যবহার করতো না তারাও ফ্যাশানের চাপে পড়ে ক্রমে ক্রমে ব্যবহার করতে উৎসাহিত হচ্ছে। মেয়েদের স্বাধীনতা এই পরিবর্তনের সংগে সংযোজিত হয়েছে। নতুন নতুন পোষাকের ফ্যাশান আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং সেগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে! যে লজ্জা ও শালীনতাবোধ মেয়েদের পোষাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল আজ তা শূন্যে মিশে গেছে। নগ্ন হাত নগ্ন ও নগ্ন-প্রায় পৃষ্ঠ, বক্ষদেশ ইত্যাদি হলো হাল-ফ্যাশান। পাশ্চাত্যে যে ফ্যাশা-নের সুত্রপাত হয়, প্রাচ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে।

এখনকার চুলের ছাঁট সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। আধুনিকাদের মধ্যে স্তূপাকার তথা ঝুঁটি চুলের ফ্যাশান-প্রীতি যেমন আশ্চার্যজনক তেমনি ভবিষ্যতদ্বাণীর পূর্ণতার সাক্ষ্য বহণ করছে। আর একটি পরিবর্তন হলো—ব্যবসা বাণিজ্যে কেরানী, সেলস্‌গার্ল, সহকারী ইত্যাদি হিসেবে মেয়েদের অধিক মাত্রায় নিয়োগ এই প্রতিশ্রুত সময়েরই পরিচায়ক।

মেয়েদের স্বাধীনতার নামে আরও কতকগুলো বিষয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি সহজেই লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো পুরুষদের মত করে মেয়েদের পোষাক পরিধান করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। এই প্রবণতা একদিকে তাদের সহজাত ভূমিকার প্রতি অসন্তুষ্টির পরিচায়ক এবং অন্যদিকে তাদের সদ্য-প্রাপ্ত স্বাধীনতার বদৌলতে নতুন এবং অদ্ভুত বিষয়ে পরীক্ষা করার রুগ্ন মান-সিকতার পরিচায়ক। পুরুষদের সহজাত কাজ-কর্ম অনুকরণ করার যে প্রবণতা মেয়েদের মধ্যে হাল-ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে—তার ফলে প্রতিশ্রুত যামানার নিদর্শনাবলী পূর্ণ হয়েছে। আজকাল সকল প্রকার খেলাধূলা, ঘোড়ায় চড়ে শিকার করা, সার্কাস দলের মত কাজ-কর্মে পুরুষের সংগে মেয়েরাও অধিকতর পরিমাণে যোগ দিচ্ছে।

মেয়েলী ফ্যাশান

একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো দাড়ি রাখার প্রতি অবজ্ঞা করা এবং মুখমণ্ডল শ্মশ্রুহীন রাখা। ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে ঃ "পুরুষগণকে মেয়েদের মত দেখাবে"। এই অভ্যাস মুসলিম মনীষী এবং দার্শনিকদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে।

মহামারী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী
দৈহিক অবস্থা

প্রতিশ্রুত যুগের একটি নিদর্শন হলো প্লেগের প্রাদুর্ভাব (হযরত আনাসঃ রাঃ কর্তৃক বর্ণিত তিরিমিযি): এই ঘটনা তখনই হওয়ার কথা ছিল যখন দাজ্জাল আবির্ভূত হবে এবং মদীনার দিকে অগ্রসর হবে—যদিও এই ঘটনা এবং দাজ্জাল হতে মদীনা মুক্ত থাকবে।

দাজ্জালী ফেতনা তথা পাশ্চাত্যের খৃষ্টানী প্রভাব যেমন প্রতিশ্রুত যুগের নতুন ঘটনা, তেমনি প্লেগের মহমারীরূপে প্রাদুর্ভাব হওয়াও এক নতুন বিষয় ছিল। পূর্বেও প্লেগ হয়েছিল কিন্তু ইহা প্রধানতঃ স্থানীয় রোগ হিসেবে কোন কোন স্থানে দেখা দিত; অর্থাৎ সংক্রামক ব্যধিরূপে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে ইহার মহামারীরূপ অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীতে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের ভয়াবহতার উল্লেখ রয়েছে এবং প্রতিশ্রুত সময়ে (উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) ভারতবর্ষে প্লেগ ভয়ঙ্কর মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়েছিল, লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ী বিরাণ হয়ে গিয়েছিল, হযরত রসুল করীম (সাঃ) প্লেগ সম্বন্ধে জানতেন না এবং আরবদের এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না—ঔষধ-পত্র সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান যৎসামান্যই ছিল। প্লেগ সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে হযরত রসুল করীম (সাঃ-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। কোন কোন স্থানে ইহাকে 'দাব্বাতুল আরজ' অর্থাৎ মাটী হতে নির্গত কীট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বস্তুতঃ প্লেগ মাটী হতে নির্গত এক ধরণের কীট দংশনের ফলে সংক্রমিত হয়ে থাকে। 'দাব্বা' বলতে শুধু প্লগেই নয়, বরং অন্যান্য রোগ—যেগুলো ব্যাকটেরিয়া অথবা বাজীনুঘটিত সংক্রমন দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে—সেগুলির প্রাদুর্ভাব হওয়াও প্রতিশ্রুত কালের বিশেষ নিদর্শন। পূর্বে এই সকল রোগ স্থান বিশেষ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এগুলো দেশে দেশে মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্লেগের মহামারী একটি মহা নিদর্শন ছিল (এ সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা করা হবে)। তেমনিভাবে, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরপরই মহামারী রূপে ইনফ্লুয়েঞ্জা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনায় বলা হয়েছিল: 'এমন একটি রোগ যা নাকের সঙ্গে সম্পর্কিত'। ১৯১৮ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ফলে প্রায় ২০ কোটি লোক প্রাণ হারায়, পক্ষান্তরে ১৯১৪—১৮ সালে সংঘটিত বিশ্ব-যুদ্ধে প্রায় ৬০ লক্ষ লোকের প্রাণহানী হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার ফলে তৎকালীন পৃথিবীর জন-সমষ্টির শতকরা দেড় ভাগের প্রান-হানী হয়। এর ফলে পৃথিবীর বহু মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্-তায়ালার প্রতি ভয়-ভীতির উদ্রেক হয়। প্রত্যেকেই অনুভব করতে শুরু করে যে, জীবন এবং জীবনের নিরাপত্তা একমাত্র আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এইসব মহামারী কার্যতঃ দাজ্জালের আবির্ভাব এবং দাজ্জালের বিরোধী শক্তি প্রতিশ্রুত মসীহও মাহদী (আঃ)-এর যুগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনস্বরূপ ছিল। (ক্রমশঃ)

'দাওয়াতুল আমীর' শীর্ষক·········

(দাওয়াতুল আমীর গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ: মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

খোদ্দাম ও আতফালের পাতা—(৭)

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

১। প্রশ্ন - উত্তর বিভাগ

প্রশ্ন : যথার্থ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ট্রেনিং লাভের উপায় কি ?

উত্তর : নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা ও সাধনার প্রয়োজন। ইহার জন্য উপযুক্ত তালিম ও তরবীয়তের প্রয়োজন। বস্তুতঃ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে এই প্রচেষ্টা চলিতে থাকা উচিৎ—অন্যথায় শিথিলতা আসিতে পারে এবং শয়তানী প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী হইয়া ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বর্তমান যুগে আহ্‌মদীয়া জামাত এক মহান শান্তিপূর্ণ রুহানী তথা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পূনঃ বাস্তবায়ন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ট্রেনিং লাভের জন্য এখানে কতকগুলি উপায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল :—

(১) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্বপ্রথম বিষয় হইল এই যে, সন্তান সন্ততির মাতাকে গুণবতী হইতে হইবে। এই জন্য বোখারী শরীফের হাদিসে বলা হইয়াছে যে, বিবাহের পূর্বে এমন মেয়ে পছন্দ করা উচিৎ যার মধ্যে ধর্মনিষ্ঠা এবং উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণের সমাবেশ রহিয়াছে। মাতা যদি ধর্মানুরাগী না হয় তাহা হইলে সন্তানের পক্ষে ধর্মানুরাগী হওয়া এবং সৎ জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া খুবই কঠিন।

(২) সন্তান লাভের পূর্বে এবং পরেও চরিত্রবান সন্তান লাভের জন্য দোওয়া করা। জগৎ বড়ই কঠিন স্থান—শুধু জাগতিক বুদ্ধি, বিদ্যা ও সামর্থ্য দ্বারা জগতে যথার্থ উন্নতি করা সম্ভব নয়—যদি দোওয়া উহাদের সহিত সংযুক্ত না হয়।

(৩) সন্তানের জন্মের পরপরই তাহার ডান কানে 'আযান' এবং বাম কানে 'একামত' দেওয়া প্রয়োজন যাহাতে জ্ঞান উন্মোচিত হওয়ার পূর্ব হইতেই তাহার মধ্যে ঐশীগুণের প্রভাব মোহরাঙ্কিত হইয়া যায়।

(৪) সন্তানের সাত বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাহাকে নামাযের প্রতি আহ্বান করিতে হইবে। দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সে যদি নামাযে অলসতা করে তাহা হইলে যথাযথ-ভাবে শাসন করিতে হইবে। (হাদীস : আবু দাউদ)।

(৫) বিশেষ করিয়া কন্যা-সন্তানের প্রতিপালনের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যত মাতৃ-সমাজ উপযুক্ত চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা ভূষিত হয়। (হাদিস তিরমিযি ।

(৬) গৃহের সমস্ত সদস্যের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও তরবীয়তের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না হইলে নরকাগ্নিতে জীবন দুর্বিসহ হইবে—পরিণাম বড়ই কষ্টকর হইবে। (আল-কুরআন ৬৬ : ৭)। এই জন্য গৃহকর্তাকে তাহার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং গৃহকর্মে নিযুক্ত চাকর-চাকরানির চরিত্র, চলাফেরা, ইত্যাদি বিষয়ে সজাগ থাকিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সর্বদা সদুপদেশ দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ তাহাদিগকে কু-সঙ্গ হইতে দূরে রাখিতে হইবে।

(৭) সমগ্র আহ্‌মদীয়া জামাতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান উন্নয়নের জন্য কতক-গুলি মৌলিক বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকিতে হইবে এবং কতকগুলি সাংগঠনিক বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রত্যেক আহ্‌মদী মুসলমানকে আল্লাহ, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ), কুরআন করীম, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এবং খেলাফত—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রেম ও মহব্বত পূর্ণ ধ্যান-ধারণা রাখিতে হইবে এবং এইজন্য যে কোন কুরবানী পেশ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সর্বদা তাকওয়াপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী হইতে হইবে এবং দোওয়া করাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণতি করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ সম্পদ ও সময়ের কুররানীর পথে খেলাফতের ডাক অনুযায়ী অগ্রসর হইতে হইবে। চতুর্থতঃ সর্বপ্রকার শিরক, মিথ্যা এবং পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা—এই তিনটি মারাত্মক পাপ হইতে সদা সর্বদা দূরে থাকিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ জামাতের খলিফা, আমীর এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রতি যথাযথ এতায়াত বা আনুগত্য প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাদের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে। এই এতায়াত বা নির্দেশ মানার মধ্যেই সামগ্রিক উন্নতি নির্ভরশীল। ষষ্ঠতঃ দুখে, বিপদে, অসুখে ও অসুবিধায় পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে হইবে।

সপ্তমতঃ জামাতের বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পড়িতে হইবে। বিশেষ করিয়া হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর লেখা পুস্তকাদি এবং তাঁহার খলীফাগণের লেখা বিষয়াদি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করিতে হইবে এবং যথাযথভাবে আমল করিতে হইবে। পবিত্র কুরআন নিজে পড়া এবং অন্যদেক পড়ানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা জারি রাখিতে হইবে। জামাতের বুজুর্গ ব্যক্তিদের সংসর্গ লাভের দ্বারা উপকৃত হইবার জন্য জামাতের কেন্দ্র বিশেষতঃ রাবওয়া এবং কাদিয়ানে যত বেশী সম্ভব যাওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমে বলিয়াছেন : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ঢাল-স্বরূপ গ্রহণ করো এবং সৎ লোকদের সঙ্গে থাকো।" (আল-কুরআন ৯ : ১১৯)।

২। মজলিস বার্তা

বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা :

আগামী ৭, ৮, ৯ই অক্টোবর ১৯৭৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিব্য বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো যাইতেছে। রচনা ফুল-স্কেপ সাইজের কাগজের ৮ হইতে ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে হইবে অর্থাৎ ১০ পৃষ্ঠার বেশী হইবে না। বিষয় :—"প্রকৃত মোমেনের পরিচয়"।

বিশেষ আলোচনা সভা :

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক রচিত পুস্তক "খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর" অবলম্বনে সকল খোদ্দাম মজলিসকে আগামী ২রা অথবা ৪ঠা সেপ্টেম্বর সেমিনার বা বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। উক্ত আলোচনার রিপোর্ট পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

চাঁদা ও মাসিক রিপোর্ট :

সকল মজলিসের কায়েদগণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ইজতেমার সময় মজলিসের বিভিন্ন কাজ-কর্ম, চাঁদা, রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয় যথারীতি পর্যালোচনা করা হইবে এবং পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে। এ সম্বন্ধে মজলিসের যথাযথ রিপোর্ট ইজতেমার প্রথম দিনে দাখিল করিতে হইবে।

সভা :

জনাব মাহমুদ আহমদ, সদর মুরুব্বী বিগত ২৯/৭/৭৭ তারিখে ঢাকা দারুত তবলীগে জু'মার নামাজের পর সমবেত আহ্‌মদী ভাইদের প্রতি একটি ভাষণ দান করেন। উক্ত ভাষণে তিনি বিশেষ করিয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সদস্যদিগকে জামাতের কাজ-কর্মের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইতে আবেদন জানান। তিনি সদর মজলিসের নির্দেশানুযায়ী প্রতি মাসে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একখানি করিয়া পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা করিতে বলেন।

আহ্‌মদী

৩১শে আগষ্ট/৭৭

৩। কুরআন ক্লাশ :

সুরা বাকারা : আয়াত নম্বর : ১১

فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا - ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون -

(ফি কুলুবিহিম মারাযুন, ফাযাদাহুমুল্লাহু মারাযা, ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম, বেমা কানু ইয়াকযেবুন।)

শব্দার্থ :—ফি—মধ্যে, কুলুব—হৃদয়গুলি, হিম—তাহাদের, মারাযুন—রোগ, ফাযাদা—অতঃপর তিনি বাড়াইয়া দিয়াছেন, লাহুম—তাহাদের জন্য, আযাবুন—শাস্তি, আলীম—যন্ত্রণাদায়ক, বেমা—কেননা, ইয়াকযেবুন—তাহারা মিথ্যা বলে।

বঙ্গানুবাদ :—তাহাদের (মুনাকেদের) হৃদয়ে রহিয়াছে একটি রোগ, অতঃপর আল্লাহ তাহাদের (সেই) রোগকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ, তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে।

৪। হাদীসের ক্লাশ :

لو كان الايمان معلقا بالثريا لنا له رجل من هؤلاء

(লাও কানাল ইমানু মুয়াল্লাকাম্ বিস্-সুরাইয়া লানালাহু রাজুলুম্ মিন হাউলায়ে।)

অর্থ :—যদি ইমান সপ্তর্ষী নক্ষত্রেও চলিয়া যায়, তথাপি ইহাদের মধ্যে (অর্থাৎ পারশ্যবংশীদের) এক ব্যক্তি (হযরত ইমাম মাহ্দী আঃ) উহাকে (অর্থাৎ ইমানকে) পুনরায় ফিরাইয়া আনিবেন।

৫। দোয়া : رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين

"রাব্বেগ্ফের ওয়ার হাম ওয়া আন্তা খায়রুর রাহেমীন"—"হে আমার রব, ক্ষমা কর এবং দয়া কর—কারণ তুমি সর্বত্তোম দয়া প্রদর্শনকারী।" আল-কুরআন।

ঈমানের হেফাজতের উপায়

"এই সকল মজলিস (—আনসার, খোদ্দাম ও লাজনা)-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রকৃত পক্ষে নিজেদের ঈমানেরই হেফাজত করা এবং খোদাতায়ালা ও তাঁহার রসুল (সাঃ আঃ) এর তরফ হইতে দায়িত্বাবলী পালন করার নামান্তর। বস্তুতঃ, খোদা ও রসুলের আদেশাবলী পালন করা এবং উহাদের ধারাবাহিক পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা শুধু আমারই কর্তব্য নয়, বরং প্রত্যেক আহ্মদীরই ফরজ।" —হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) (রাহে হুদা, পৃঃ ১)

লাজনা এমাউল্লাহ্

(একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী)

লাজনা আমাউল্লা দুইটি আরবী শব্দ। লাজনা অর্থ দল বা সংঘ, আর এমাউল্লা অর্থ আল্লার দাসী বা সেবিকাবৃন্দ। লাজনা এমাউল্লা একটি আন্তর্জাতিক মহিলা সংস্থার নাম। আহ্‌মদী জামাতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মির্জা বশিরউদ্দীন মাহমুদ আহ্‌মদ (রাঃ) ১৯২২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর এই সংগঠন কায়েম করেন। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে এই সংস্থার বহু শাখা ছড়িয়ে রয়েছে। এর প্রধান কেন্দ্র রাবওয়াহ্ শহরে অবস্থিত। লাজনার প্রথম সভানেত্রীর নাম সৈয়দা মাহমুদা বেগম (রহঃ) যিনি জামাতে আহ্‌মদীয়ার বর্তমান খলিফা হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহ্‌মদ (আই)-এর ওয়ালেদা সাহেবা। বর্তমান সভানেত্রী হলেন মোহতারেমা মরিয়ম সিদ্দিকা এম, এ, (আরবী)। ইনি রাবওয়া মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা। মহিলাদের উন্নতি বিধান কল্পে এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এই মহিলা সংস্থাটি এক বিরাট পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। লাজনার হেড কোয়ার্টার রাবওয়াতে এই সংস্থা নিম্নে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান গুলি পরিচালনা করছে, (১) ফজলে ওমর মডেল হাইস্কুল, (২) নুসরত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল, (৩) আমাতুল হাই লাইব্রেরী, (৪) ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সেণ্টার, নুসরত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল ১৯৫৬ সালে স্থাপিত হয়। এতে এক শতেরও বেশী সংখ্যক মহিলা শিক্ষা গ্রহণ করছেন। জামেয়া নুসরত ডিগ্রী কলেজের সাইন্স ব্লকটি ১৯৭০ সালের ৮ই মার্চ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে লাজনার পক্ষ থেকে ৭৮৫৩৮ টাকা প্রদান করা হয়। হালে একটি গেষ্ট হাউজও নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া শিয়ালকোটের মরিয়ম মিডল গার্লস স্কুল, চক মঙ্গলার প্রাইমারী স্কুল, করাচীর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল হোম প্রভৃতি আরো বহু প্রতিষ্ঠান লাজনার নিজস্ব ব্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। বহির্বিশ্বে আফ্রিকার টিচিমানে আহ্‌মদীয়া সেণ্টার ফর ইউমেন কায়েম করা হয়েছে। লণ্ডন নগরিতে ১৯২৪ সালের ১৯শে অক্টোবর একটি মসজিদ, দি হ্যাগ শহরে ১৯৫৫ সালের ২০শে মে তারিখে আরেকটি মসজিদ এবং কুপেন হেগেনে ১৯৬৬ সালের ৬ই মে আরো একটি মসজিদ শুধু আহ্‌মদী মহিলাদের চাঁদায় নির্মাণ করা হয়েছে। জুরিখ, ফ্রেঙ্কফোর্ট এবং হামবুর্গের মসজিদেও আহ্‌মদী মহিলারা যথেষ্ট চাঁদা প্রাদান করেছেন। ইদানিং (২৭/৯/৭৫) সুইডেনের গুটেনবার্গেও লাজনার সদস্যারা আরো একটি সুন্দর মসজিদ কায়েম করেছেন। আফ্রিকার দুইজন

আহ্‌মদী মহিলা আল-হাজ্জা ফাতেমা আলী এবং আল হাজ্জা ইলাবগা আজার বভাদে, নাইজেরিয়ার ল্যাগোসে দুটি মসজিদ এবং একটি সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপন করেছেন। ফিজিদ্বীপের লাম্বাসার একজন আহ্‌মদী মহিলা একটি মসজিদ তৈরী করেছেন। এই মহিলা মিসেস সহিনা শাহ্‌ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। নাইজেরিয়ার বিলকিস ওলানলেড ইজেমডে নামক স্থানে আরো একটি মসজিদ স্থাপন করেছেন। আল-হাজ্জা শেফিয়া তোবাকায়ে ইকারে নামক শহরে একক প্রচেষ্টায় এক বিরাট মসজিদ নির্মাণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, এরা সকলেই লাজনার সদস্যা। নসরত জাহান প্রগ্রাম অনুযায়ী সাইদা মালিক এম, এসসি নাইজেরিয়ার গুশানে, পারভীন ইয়াকুব এম, এ, এবং আয়শা গুবারা এম, এ, নাইজেরিয়ার মানা নামক স্থানে, মিসেস ফেরদৌসি এম, এ, ঘানার ওয়া-তে এবং মিসেস নাসিম এম, এসসি, গাম্বিয়াতে শিক্ষকতা করার জন্য গমন করেছেন। ডাঃ কাওসার তাসনিম ও আরো অনেকেই আফ্রিকার আহ্‌মদীয়া হাসপাতাল সমূহে কার্যরত আছেন। জার্মান ভাষায় কোরআন অনুবাদের যাবতীয় খরচ লাজনার সদস্যারা বহণ করেছেন। ডেনমার্কের লাজনার প্রেসিডেন্ট মিসেস কানেতা সাদেকা সুইডিস ভাষায় হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর তিনটি পুস্তকের, খলিফাতুল মসিহ্‌ সানীর (রাঃ) চারিটি পুস্তকসহ জামাতের ২৪ খানা পুস্তক সুইডিস ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বর্তমানে তিনি সুইডিস ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করছেন। ইতিমধ্যেই ২৫ পারা পর্যন্ত অনুবাদের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। রবওয়া থেকে লাজনার মাসিক পত্রিকা 'মিসবাহ্‌', আমেরিকা থেকে 'আয়সা', মরিসাস থেকে 'রিভিউ ফেমিনিন' এবং 'লিপ্রগ্রেস ইসলামিক, প্রকাশিত হচ্ছে। ফিজি থেকে 'দীনি ইসলাম' নিয়মিতভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। এখানে এও উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের লাজনার সদস্যারা ঢাকায় একটি মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা চাঁদা প্রদান করেছেন। আল-হামদু লিল্লাহ।

—আমাতুন নূর বুশরা

মহান জিম্মাদারী

"ইসলামের উপর অত্যন্ত নাজুক সময় উপস্থিত। জামাতের উপর অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব ন্যাস্ত। যদি তোমরা এই জিম্মাদারীকে প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কি উত্তর দিবে?" —হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (সাঃ) 'রাহে হুদা, পৃঃ ৪

সুমতি হউক

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কেন্দ্র ঢাকায় একটি বড় মসজিদের প্রয়োজনীয়তার বিষয় অনেক দিন হইতে অনুভূত হইতেছিল।

খোদাতায়ালার মহান অনুগ্রহে গত কয়েক মাস হইতে এ সম্পর্কে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। মসজিদের কাজ ক্রমাগত চলিতেছে। কারণ আমাদের ক্ষুদ্র জামাত অর্থাভাবে ত্বরিতে ইহার নির্মাণ কাজ সমাধা করিতে পারিতেছে না।

মসজিদ নির্মানের জন্য বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার আমীর সাহেব লাজনা এমাউল্লার নিকট (জমাতের মহিলা শাখা) আড়াই লক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন। আল্লাহর ফজলে তাহারা খোদার ঘর নির্মাণের জন্য জনাব আমীর সাহেবের আহ্বানে যথানুরূপ সাড়া দিয়াছেন। খোদাতায়ালা তাহাদিগকে পুরস্কৃত করুন। আমীন।

জামাতের মহিলাগণ পূর্বে বিদেশে যথা হল্যাণ্ডের মসজিদ নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহণ করিয়াছেন এবং জুরিখ, ফ্রাঙ্কফোর্ট, ও হামবুর্গের মসজিদসমূহের নির্মাণে আহ্মদী মহিলাগণ যথেষ্ট চাঁদা প্রদান করিয়াছেন। বাংলাদেশ লাজনা ও এ ব্যাপারে আর্দশ স্থাপন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। হৃষ্টচিত্তে তাহারা নিজেদের পুঁজি ও গহণা পত্র এবং অলংকারাদি খোদার পথে উৎস্বর্গ করিয়াছেন। ইহাতে তাহারা যেমন আত্মশান্তি লাভ করিয়াছেন তদ্রূপ আমরাও খোদার হামদ্ ও মহিমা এবং বাংলাদেশ লাজনার এই মহৎ কাজের জন্য তাহাদের প্রসংশা করিতেছি।

মানুষ নিজের ঘর নির্মাণের জন্য সদা সচেষ্ট থাকে। খোদার ঘর নির্মাণের জন্য কি তাহার যথাসাধ্য অংশ গ্রহণ করা উচিত নহে?

এই কাজে কোন কোন ভ্রাতা যথাশক্তি অংশ গ্রহণ করিতেছেন। এই মসজিদ সমাধানের জন্য আরো বন্ধুদের যথাশক্তি অংশ গ্রহণের প্রয়োজন আছে। মসজিদের নির্মাণ কাজে যথাশক্তি অংশ গ্রহণের জন্য প্রত্যেক জামাতের নিকট অনুরোধ করা যাইতেছে। মসজিদ নির্মানের পূন্য সম্বন্ধে হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি খোদার জন্য গৃহ নির্মাণ করে খোদাতায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করেন।"

সুতরাং হে আহমদী! আপনি কি খোদাতায়ালার এই গৃহ নির্মণের কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া জান্নাতে গৃহ লাভের জন্য সচেষ্ট হইবেন না?

সংবাদ

গ্রেট বৃটেনের রেডিও এবং টেলিভিশন কেন্দ্রসমূহ হইতে ব্যাপকহারে ইসলাম প্রচার

২২ শে, মে ৭৭-ইং, লণ্ডন—লণ্ডন ব্রডকাষ্টিং করপোরেশন ইসলামের উপর আধঘন্টা ব্যাপী একটি প্রোগ্রাম পেশ করিয়াছে। উহাতে লণ্ডন মসজিদের ইমাম ও নায়েব ইমাম ছাড়া আরও তিনজন আহ্‌মদী ভ্রাতা ও একজন আহ্‌মদী ভগ্নির ইন্টারভিউ প্রচার করা হইয়াছে। (আহ্‌মদীয়া বুলেটিন, লণ্ডন, জুন ৭৭ ইং)

এতদ্ব্যতীত, আরও কয়েকবার উক্ত রেডিও ষ্টেশন হইতে জামাত আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগগণ ইসলামের প্রচারের সুযোগ লাভ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে, বিগত বৎসর ১১ই জুলাই তারিখেও উক্ত রেডিও ষ্টেশন হইতে ত্রিত্ববাদের কেন্দ্রস্থল লণ্ডনে জামাত আহ্‌মদীয়া কর্তৃক প্রথম স্থাপিত ইসলামী প্রচার কেন্দ্র ও মসজিদের ইমাম মৌলানা বশির আহ্‌মদ রফিক Sunday Suppliment প্রোগ্রামে এক ঘন্টা ব্যাপী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ আঃ)-এর পবিত্র জীবনী পেশ করেন এবং ইসলাম সম্পর্কে রেডিও প্রতিনিধির বিভিন্ন প্রশ্নের সারগর্ভ উত্তর দান করেন। খোদাতায়ালার অস্তিত্ব এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়। উক্ত টি,ভি সাক্ষাতকারে জনাব ইমাম সাহেব ইংল্যাণ্ডে প্রদর্শিত তথাকথিত ফিল্‌ম 'দি মেসেজ'-এর বিরুদ্ধেও অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ভাবে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত ফিল্‌মে হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের ঘটনাবলী দেখান হইয়াছে এবং ফিল্‌মটি কয়েকজন মুসলমান তৈরী করিয়াছেন।

তেমনিভাবে সাউদার্ন টি,ভিতে ১৩ দিনব্যাপী লণ্ডন মসজিদের উক্ত ইমাম সাহেবের রেকর্ডকৃত প্রোগ্রাম প্রচার করা হয়। উক্ত প্রোগ্রাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর প্রতিনিধিবৃন্দও এক সঙ্গে বসা ছিলেন। এই সকল প্রোগ্রামে ইসলামী নামাজের দর্শন বর্ণনা করা ছাড়াও তিনি ইসলামী নামাজ আদায় করিয়াও দেখাইয়া ছিলেন। উহার ফিলম তৈরী হইয়াছে। ইসলামের তৌহিদ মতবাদ, আঁ-হযরত সাঃ-এর জীবনী, পরকাল, ওহী ও এলহাম সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা, কুরআন করীম ও উহার শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের শিক্ষার সহিত অন্যান্য ধর্মের তুলনা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বিশদ আলোকপাত করেন। এমনিভাবে কোটি কোটি মানুষের কাছে ইসলামের পয়গাম পৌঁছানো হয়।

('আল ফজল, ২৫শে এপ্রিল, ৭৭)

সংগ্রহ :—আহমদ সাদেক মাহমুদ

ইংল্যাণ্ডে আহ্‌মদীয়া মোবাল্লেগের বিবৃতি

জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সাহেব আহ্‌মদীয়া জামাতের কেন্দ্র রবওয়া হইতে ইসলাম প্রচার কল্পে গত ৫ই, জুন ইংল্যাণ্ড গমন করেন।

বর্তমানে তিনি হিড্ডার্সফিল্ডে কার্যরত আছেন। ১৮ই জুলাই '৭৭ সালে প্রকাশিত লণ্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় মাইকেল পারকিন তাঁহার একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে তিনি বলেন যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহেস্ সালামের মাধ্যমে যীশু খৃষ্টের (ঈসা আঃ-এর) দ্বিতীয় আগমন ঘটিয়াছে। যীশু খৃষ্ট ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেন নাই, বরং ক্রুশ হইতে মুক্তি লাভের পর, তিনি তাঁহার মাতা সহ কাশ্মীর গমন করেন। তথায় ১২০ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

অতঃপর তিনি সংক্ষেপে জামাতে আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার জীবনি আলোচনা করেন। সেখানে তিনি পুস্তকাদিও বিতরণ করেন।

তিনি বলেন যে, মানুষকে হেদায়েত দেওয়া খোদাতায়ালার কাজ। জনগণের নিকট খোদার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

সংবাদটি ১৮ই জুলাই ১৯৭৭-এর দৈনিক গার্জিয়ানের চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, মৌলবী আনিসুর রহমান সাহেব দিনাজপুর জেলার আহমদনগর জামাতের মুখলেস সদস্য জনাব মুন্সী কুদরত উল্লাহ সাহেবের পুত্র।

সংগ্রহ : মাহমুদ আহমদ

বাংলাদেশ খোদ্দামের কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানানো যাইতেছে যে, আগামী ৭ই অক্টোবর ১৯৭৭ ইং বাদ জুম্মা হইতে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের কেন্দ্রীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাল্লাহ। প্রত্যেক মজলিস হইতে যেন বেশী সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফাল উক্ত ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেন. এখন হইতে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

নায়েব সদর

বাঃ মঃ খোঃ আঃ, ঢাকা।

১৫ই আগষ্ট/১৯৭৭ ইং

"শান্তির বার্তা" পুস্তক পরীক্ষার ফল

মোট নম্বর—১০০, পাশ নম্বর—৪০

সুন্দর বন জামাত :

নাম	নম্বর
১। শহর আলী মোড়ল	৪৩
২। মাসুদা খাতুন	৪০
৩। সামছুর রহমান	৬০
৪। সেখ সফরুদ্দীন	৬৩
৫। আবু দাউদ মোড়ল	৬০
৬। জি, এম, নূরুল ইসলাম	৪৮
৭। আব্দুল ওয়াজেদ মল্লিক	৪০
৮। জিয়াদ আলী মোড়ল	৫৮
৯। মোঃ আব্দুস সাত্তার মোল্লা	৪৮
১০। মোঃ আব্দুল মাজেদ	৪০
১১। মোঃ আব্দুস সাদেক	৬১
১২। জালাল উদ্দীন আহমেদ	৫৬

নাসিরাবাদ জামাত ঃ (কুষ্টিয়া)

১। আব্দুল জব্বার	৪০
২। মোহাম্মদ হারেজুদ্দীন	৪৬
৩। মোঃ আব্দুস সাদেক	৪০
৪। মোঃ শওকত আলী	৬৩

চট্টগ্রাম জামাত ঃ

১। নুরুদ্দীন আহমেদ	৬৫
২। আমতুল কাইয়ুম	৫৬
৩। মাসুদুর রহমান	৪৫

নাম	নম্বর
৪। জুলফিকার হাদার	৫০
৫। শহীদুল ইসলাম	৪৫

নারায়ণগঞ্জ জামাত ঃ

১। জনাব, মইন উদ্দীন আহমদ	৪২
২। ,, হাবীবুর রহমান	৪০

ময়মনসিংহ জামাত

১। আহমদ তবশির চৌধুরী	৪৫
২। মোহাম্মদ আমীর হোসেন	৬৫

নাটোর জামাত :

১। মোঃ আব্দুর রহিম	৫৬

হোসনাবাদ জামাত (ময়মনসিংহ)

১। মোছাম্মৎ শিরীনা আখতার	৪০
২। মোঃ মোজাম্মেল হক	৪০
৩। এস, এম, হায়দার	৪০

তারুয়া জামাত :

১। রফিক আহমদ ভূঁইয়া	৪০
২। মোদাব্বের আহমদ	৪২

ক্ষুদ্রব্রাহ্মণ বাড়িয়া জামাত :

১। জনাব মোঃ মাসুদ মিয়া	৪৮

'হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আহবান' পুস্তক পরীক্ষার ফল

মোট নম্বর—১০০, পাশ নম্বর—৪০

সুন্দরবন জামাত ঃ

নাম	নম্বর
১। মিঃ জালাল উদ্দিন আহমদ	৬৫
২। মোঃ আবু দাউদ	৭৫
৩। শেখ মিজানুর রহমান	৫৪
৪। মোস্তফা মোবারক আহমদ	৭৯
৫। ইসরাফিল হোসেন	৫৬
৬। জনাব আলী সাহেব	৬৬
৭। মোঃ শহর আলী মোড়ল	৮৪
৮। মোঃ আবদুল ওয়াজেদ	৬০
৯। মোঃ নওশের আলী	৬৯
১০। মোহাম্মাদ আকরাম হোসেন	৬১
১১। মোঃ আবদুল মাজেদ সরদার	৭৮
১২। মোঃ নজরুল ইসলাম	৪৬
১৩। জি, এম, নূর ইসলাম	৭৩
১৪। মোঃ আবদুস সাত্তার মোল্লা	৭৭
১৫। মোঃ আবদুর রশীদ	৭০
১৬। মোঃ আবদুস সাদেক	৭১
১৭। মহিবুল্লাহ হক	৫১
১৮। মোঃ জিয়াদ আলী মোড়ল	৮৬
১৯। এস, এম, রেজাউল করীম	৭৬
২০। মোস্তফা শফিকুল ইসলাম	৫৭

ঢাকা জামাত :

নাম	নম্বর
১। মোঃ আবদুল জলিল	৬৭
২। মোঃ শামছুর রহমান	৬৪
৩। মোঃ শাহাবুদ্দিন	৫০
৪। শরীফ আহমদ	৫০
৫। নাজমুল হক	৪৫
৬। মোঃ নূর-এ-ইলাহী	৬২
৭। হামিদুর রহমান	৫৭
৮। মোঃ আবদুল জব্বার	৫৫
৯। মোঃ জাহিদুর রহমান	৫১
১০। মোঃ আফজাল হোসেন	৬৫

নারায়ণগঞ্জ জামাত :

নাম	নম্বর
১। মইনউদ্দিন আহমদ	৮০
২। এ, টি, এম, শফিকুল ইসলাম	৬০
৩। জাফর আহমদ	৬৪
৪। গিয়াস উদ্দিন আহমদ	৫০

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত :

নাম	নম্বর
১। আবদুল হাদী	৫০
২। আবদুল আলী (ঘাটুরা)	৭৪

সুন্দরবন জামাত :

নাম	নম্বর
১। মোস্তাফা শফিকুল ইসলাম	৫৭

ক্রোড়া জামাত :

নাম	নম্বর
১। মোঃ এনামুল হক ভূইয়া	৭৩
২। মোঃ মনছুর আহামদ ভূইয়া	৭২
৩। মোঃ আবুল কাসেম আনসারী মোয়াল্লেম	৭৬
৪। মোঃ মজহারুল ইসলাম ভূইয়া	৬৩

'ইসলামী নীতি-দর্শন' পরীক্ষার ফল

তালুকপাড়া জামাত :

নাম	নম্বর
১। মোঃ আবুল হোসেন ভূইয়া	৮০
২। আলী আকবর ভূইয়া	৭১
৩। মোঃ আব্দুস সাদেক	৫০

নাসিরাবাদ জামাত

১। মোঃ আবদুস সাদেক	৫০
২। মোঃ শওকত আলী	৫৬
৩। মোঃ হারেসউদ্দিন	৫০

ময়মনসিংহ :

১। বদিউজ্জামান ভূইয়া	৭৪
২। মোঃ সাদেক দুর্গারামপুরী	৫০
৩। আহমদ তবশীর চৌধুরী	৬৪
৪। জাকি উদ্দিন আহমদ	৬২
৫। মোঃ হাবিবুল্লাহ	৬৫
৬। আবদুল বাতেন	৭৮
৭। আমীর হুসেন	৮৭

চট্টগ্রাম জামাত :

নাম	নম্বর
১। ফরিদ আহমদ	৬৭
২। তৌফিক আহমদ নাসিম	৫০
৩। আনোয়ার হোসেন মল্লিক	৫৮
৪। মাশহুদুর রহমান	৬৭
৫। মোঃ আবেদ আলী	৭৮
৬। সৈয়দ হাছান মাহমুদ	৫০
৭। মোঃ আবুল হাশেম	৫১
৮। জাহিদুর রহমান	৫১
৯। মোঃ ফজলুর রহমান	৫০
১০। মোঃ আবদুল হাদী (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)	৫০
১১। মুখতার বানু	৭০
১২। আমাতুল কাইয়ুম	৫২
১৩। রোকেয়া বেগম	৪০

হেলেঞ্চা কুঁড়ি :

১। মোঃ আবদুস সামাদ	৫০
২। মোঃ মাহফুজুর রহমান	৫৫
৩। এ, কে, এম, নুরুল ইসলাম খান	৫৬

(সেক্রেটারী, তালিম ও তরবীয়ত, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা।)

আগামী তালিমী পরীক্ষা

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক আয়োজিত পরবর্তী তালিমী পরীক্ষা আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর রোজ রবিবার অনুষ্ঠিত হইবে (ইনশাল্লাহ)। উক্ত পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পুস্তকের নাম হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত "খৃষ্টান সিরাজ উদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর।"

উক্ত পরীক্ষায় জামাতের সকল খোদ্দাম, আনসার ও লাজনা ইমাউল্লার সদস্যগণকে অংশগ্রহণের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

সেক্রেটারী, তালিম ও তরবীয়ত
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা।

একজন প্রবীণ আহ্‌মদীর ইন্তেকাল

তেজগাঁও আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রবীণ মুখলেস আহ্‌মদী জনাব মৌলভী আবদুল হামিদ সাহেব গত ১৭ই জুলাই ১৯৭৭, রবিবার বেলা আড়াই ঘটিকার সময় ৮২ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে .... রাজেউন।

মরহুম মৃত্যুর দিন সুস্থাবস্থায় ফজরের নামাজ ও কোরআন শরীফ তেলাওতের পর প্রাতঃভ্রমনে যান এবং জনাব ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান সাহেব ও তথাকার অন্যান্য আহ্‌মদীগণের সহিত দেখাশুনা করিয়া বাসায় ফিরেন।

জোহরের নামাজের জন্য গোসল করার পর হঠাৎ তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং আড়াই ঘটিকার সময় মৃত্যু বরণ করেন।

মরহুম ১৯৪২ সালে বয়েত করেন। তিনি শাহবাজপুর আঞ্জুমানের প্রথম প্রেসিডেন্ট মরহুম মৌলভী জনাব আলী দারোগা সাহেবের ছোট ভাই ছিলেন। ১৯৪৪ সালে মরহুম তাঁহার পুত্র জনাব আবদুর রশীদ সাহেবের সহিত তেজগাঁয়ে বসবাস আরম্ভ করেন এবং গৃহ নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করেন।

তেজগাঁয় আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজের বাড়ী হইতে ২কাঠা ৬০ শতক জমি দান করেন, মরহুম আহ্‌মদী ও গয়ের আহ্‌মদীগণের নিকট সমাদৃত ছিলেন। তাঁহার জানাযায় স্থানীয় বিশিষ্ট গয়ের আহ্‌মদী ভ্রাতাও শামিল হন। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র, পুত্রবধু ও ছয় নাতি এবং চার নাতনী ছাড়িয়া যান। আমরা মরহুমের আত্মার মাগফেরাত ও বুলন্দ মোকাম লাভের জন্য খোদাতায়ালার দরবারে প্রার্থনা জানাইতেছি। খোদাতায়ালা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য্যধারণ করিবার ও জামাতের অধিক সেবা করিবার তৌফিক দান করুন।

শোক সংবাদ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, উথলি জামাতের সদস্য, শৈলমারী নিবাসী জনাব বদরুদ্দিন আহামদ সাহেব হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৯ই আগষ্ট দিবাগত রাত্রে কেরুর হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে .... রাজেউন।

তাঁহার আত্মার মাগফেরাতের জন্য বন্ধুগণের নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

ঈমান বর্ধক পত্র

বিগত মে মাসে জামাত আহ্‌মদীয়ার অতি মুল্যবান উচ্চপর্যায়ের দুইজন বুজুর্গ হযরত নবাব মোবারাকা বেগম সাহেবা (রাঃ) এবং হযরত মৌলানা আবুল আতা সাহেব (রাঃ)-এর এন্তেকালে বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার তরফ হইতে মোহতারম আমীর সাহেব যে শোক-বণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহার জবাবে আমিরুল মুমেনীন হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর পক্ষ হইতে প্রেরিত ঈমানবর্ধক পত্র খানা সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির অবগতির জন্য নিম্নে দেওয়া গেল :

R a b w a h

Dated 11. 8. 1977

Dear Brothen,

Assalamo Alaikum.

Thank you very much for your letter of condolence on the sad demise of Hazrat Sayyeda Nawab Mubaraka Begum Sahiba the illustrious daughter of the Promised Messiah (may peace be on him). She was really a great solace and spiritual support for the Jamat. We pray that Allah may receive her blessed soul in his Mercy, make us pleased with His destiny and continue showering His blessings on us.

Also thanks very much for the word of condolence you expressed on the bereavement of Maulana Abul Ata, the untiring scholar of Ahmadiyyat. May Allah reward him best for his noble deeds.

Please convey my Salam and word of thanks to all members of the Jamaat.

I also pray for all those members who have paid off their full contribution for 1976-77. May Allah reward them best for that. Ameen.

Yours sincerely,

(Mirza Nasir Ahmad)
Khalifatul Masih III

Moulvi Mohammad Sahib.
Ameer, Bangladesh Anjuman Ahmadiyya.
Dacca-Bangladesh.

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামায়াতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে যজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাত বার সূরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদউঁ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) 'আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউঁ ওয়া আতুব্ ইলাইহি" অর্থাৎ, 'আমি আমার রব আল্লাহর নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বনা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক'ওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্ব ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca –1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar